CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 July 2021 ■ আগরতলা ২৯ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ১২ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে খেলা শুরুর প্রস্তুতি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। রাজ্যে পুরো উদ্যমের সাথে খেলা শুরুর প্রস্তুতি নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি বিরোধী মঞ্চ গঠনে ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণায় আই-প্যাককে পাঠিয়ে থেমে যাননি তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী। আজ এলেন ব্রাত্য বসু, মলয় ঘটক এবং ঋতব্রত ব্যানার্জী। এসেই সাংবাদিক সম্মেলনে সুর চড়ালেন তিন জনেই। শুধু তাই নয়, ঘুঁটি সাজাতে পুরনো বন্ধু সুবল ভৌমিকের সাথে গোপনে বৈঠক করেছেন তাঁরা। আগামীকাল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও ডারেক ও ব্রায়েন আসছেন। তারপর ত্রিপুরার মাটিতে পা রাখবেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। সব মিলিয়ে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে ত্রিপুরায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ হিসেবে বেছে নিয়েছে তৃণমূল, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাক ইতিমধ্যে সমীক্ষার কাজ সেরে নিয়েছে বলে সূত্রের খবর। স্বাভাবিকভাবে, ওই সমীক্ষার রিপোর্টের জোরেই সম্ভবত বামেদের আমন্ত্রণ জানানোর কৌশল স্থির করেছে তৃণমূল। কারণ, আজ প্রকাশ্যেই বামেদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে সমর্থন চেয়েছেন ব্রাত্য বসুরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপি বিরোধী মঞ্চ গঠনে তৃণমূলের সহজ টার্গেট ত্রিপুরা। একদিকে বাঙালি অধ্যুষিত রাজ্য। অন্যদিকে ত্রিপুরায় মিশ্র জনবসতি তৃণমূলের কৌশলী রাজনীতি খেলার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করছেন নেতৃবৃন্দ। ফলে, ত্রিপুরায় বিজেপিকে ধাক্কা দিয়ে সারা দেশে বার্তা দিতে চাইছেন মমতা ব্যানার্জী।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গে দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মলয় ঘটক এবং তৃণমূল নেতা ঋতব্রত ব্যানার্জী। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরায় বিজেপিকে ঠেকাতে বামেদের সমর্থন চাইল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। ত্রিপুরায় বিজেপিকে হারাতে বামেদের সমর্থন চাইল তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু আই-প্যাক ইস্যুতে ত্রিপুরায় এসে বামেদের উদ্দেশ্যে সাফ বলেছেন, বাংলার বাম নেতৃত্বের মতো ভুল করবেন না। ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জিকে সমর্থন করুন। কারণ, মমতা ব্যানার্জির মতো বামপন্থী সারা দেশে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদিকে, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি প্রাক্তন সাংসদ ঋতব্রত ব্যানার্জি এক কদম এগিয়ে বামেদের নিশানা করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সাইনবোর্ড থেকে স্ট্যাম্প পেপারে পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরায় ওই পরিনতি থেকে বাঁচতে মমতা ব্যানার্জির হাত ধরুন।

প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাকের সদস্যদের কথিত পুলিশী হেনস্থার প্রতিবাদে আজ কলকাতা থেকে আগরতলায় ছুটে এসেছেন ব্রাত্য বসু, মলয় ঘটক এবং ঋতব্রত ব্যানার্জি। ত্রিপুরায় এসেই তাঁরা সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং রাজ্যে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম হয়েছে বলে ক্ষোভ জানান। প্রসঙ্গক্রমে, ত্রিপুরায় বামেদের নিয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাতে, তৃণমূল নেতৃত্ব সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বামেদের আমন্ত্রণ জানালেন।

ব্রাত্য বসুর কথায়, বামপন্থা খুবই গুরুত্বপূর্ন আদর্শ। কিন্তু, এ-দেশে শুধু নয় গোটা বিশ্বে বামপন্থায় ক্ষয় ধরেছে। তাই, ত্রিপুরার মানুষ বুঝে গেছেন বিজেপির বিকল্প বামপন্থা হতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইয়েদুরাপ্পার পর বোম্মাই, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ লিঙ্গায়েত নেতার

বেঙ্গালুরু, ২৮ জুলাই (হি.স.)।। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বছর ৬১-র লিঙ্গায়েত নেতা বাসবরাজ বোম্মাই। বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ কর্ণাটকের ২৩ তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বাসবরাজ বোম্মাই। রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বাসবরাজকে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা-সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে বেঙ্গালুরুর ভগবান শ্রী মারুতি মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করেন বাসবরাজ বোম্মাই। পরে দেখা করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে। বেলা এগারোটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, তার আগেই রাজভবনে পৌঁছে যান বাসবরাজ বোম্মাই ও সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। বি এস ইয়েদুরাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কর্ণাটকের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হেবন, তা ঠিক করতে মঙ্গলবারই বেঙ্গালুরুতে বিজেপি-র পরিষদীয় দলের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উঃপ্রদেশে বাসের পিছনে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত্যু হল ১৮ জন যাত্রীর

বারাবাঙ্কি, ২৮ জুলাই (হিস.)।। উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই বাসের পিছনে ধাক্কা মারল নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি ট্রাক। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ২৫ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বারাবাঙ্কি জেলার রামসানেহি ঘাটের কাছে অযোধ্যা-লখনউ হাইওয়েতে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

লখনউ (জোন) এডিজি সত্য নারায়ণ সাবাত জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ডাবল-ডেকার বাসটি হরিয়ানার পালওয়াল থেকে বিহার অভিমুখে যাচ্ছিল। বাসের অধিকাংশ যাত্রীই পেশায় শ্রমিক ছিলেন। যাঁরা বিহারে নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন। বাসে প্রায় ১৪০ জন ছিলেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে রামসানেহি ঘাটের কাছে অযোধ্যা-লখনউ হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ওই বাসের পিছনে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। সংঘর্ষ এতটাই জোরালো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসম ও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লি ডাকলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৮ জুলাই (হি.স.) ।। দুই রাজ্যের মুখ্যসচিবের পর এবা অসম এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লিতে ডেকে পাঠালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুই মুখ্যমন্ত্রী অসমের হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং মিজোরামের জোরামথাঙ্গাকে নিয়ে আগামীকাল বৈঠকে বসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত। অনুষ্ঠেয় বৈঠকে সীমা বিবাদের সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা করা হবে, জানা গেছে বিশেষ সূত্রে। জানা গেছে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে যাবেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত অশান্ত পরিস্থিতির পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর। অসমের সঙ্গে প্রতিবেশী নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয়ের সীমাবিবাদ যখন জটিল রূপ ধারণ করেছে, তখন এই সব সীমা সমস্যার আশু সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলন্ত বাইকে গাছ ভেঙ্গে পড়ে গুরুতর এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার সাতমাইলে চলন্ত বাইক এর উপর গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতের নাম বাবুল পাল। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে গাছের ডাল ভেঙ্গে গুরুতর আহত এক সরকারি কর্মচারী।

ঘটনা বুধবার দুপুরে তেলিয়ামুড়া থানাধীন ৭ মাইল এলাকায়। জানা যায়, বাবুল চন্দ্র পাল নামে এক সরকারি কর্মচারী নিজের কর্মস্থল অমরপুর থেকে নিজের মোটর বাইক নিয়ে নিজ বাড়ি আশারাম বাড়ি ফেরার পথে তেলিয়ামুড়া থানাধীন সাত (৭)মাইল এলাকায় আসতেই রাস্তার পাশে থাকা বিশাল আকার একটি গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে বাবুল চন্দ্র পালের উপর। এতে গুরুতর আহত হন বাবুল চন্দ্র পাল।পথচলতি সাধারন জনগন ঘটনা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উঠা-নামা করছে করোনার দৈনিক সংক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ প্রতিদিন উঠা-নামা করছে। কিন্তু, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪১৫ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি, দুই জনের মৃত্যু এবং ২৬৭ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার ৪.২৬ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৭৮০ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৮৯৬৪ জনকে নিয়ে মোট ৯৭৪৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৭৫ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৩৪০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪১৫ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার হয়েছে ৪.২৬ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিলেও কিছুটা কমেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৬৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৪৮৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৭৭৪১২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৩১১৪ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.০৭ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৪.৫২ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় দুই জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৪৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশেষ কোভিড টিকাকরণ অভিযান ৩১ জলাই পর্যন্ত

রাজ্যে ১৮ উর্দ্ধ নাগরিকদের ১০০ শতাংশ টিকাকরণে সরকার দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। রাজ্যে দু'দিনব্যাপী বিশেষ কোভিড টিকাকরণ অভিযান আরও তিনদিন বাড়িয়ে ৩১ জলাই পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রতি পরিবারে ১৮ উর্দ্ধ নাগরিকদের ১০০ শতাংশ টিকাকরণে সরকার দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও গোমতী জেলার বেশ কয়েকটি কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী এদিন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শাকবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গোমতী জেলার অমরপুর ব্লকের কাসকো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও তেন্তুই বাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের টিকাকরণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শাকবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বেশ কজন গর্ভবতী মহিলাকেও কোভিড টিকাকরণ করা হয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও গোমতী জেলায় কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার জন্য পর্যাপ্ত টিকা পাঠিয়েছেন। রাজ্যে স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গে টিকাকরণের ফলে ইতিমধ্যেই ৪৫ উর্দ্ধদের ১০০ শতাংশ টিকাকরণ সম্পর্ণ হয়েছে। এবার ১৮ উর্দ্ধদেরও সম্পর্ণ টিকাকরণের আওতায় আনা গেলে, ১০০ শতাংশ টিকাকরণ রাজ্য হিসাবে স্বীক'তি পাবে ত্রিপুরা। দু'দিনের বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচির ফলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক ও ম্যাক্সের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। কলমচৌড়া থানাধীন বাগবের দশ কলোনী এলাকায় বাইক ও ম্যাক্সের সংঘর্ষে আহত হয়েছে তিনজন। আহতরা হলো বাইক চালক সাব্বির হোসেন(১৬) এবং বাইক আরোহী অর্জুন দাস (১৫) ও গাড়ি চালক কাবিল মিয়া। বাইক ও ম্যাক্স গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুত্বর ভাবে আহত হয়েছে দুজন।

ঘটনা কলমচৌড়া থানাধীন বাগবের দশ কলোনী এলাকায়। আহত বাইক চালক সাব্বির হোসেন(১৬) এবং বাইক আরোহী অর্জুন দাস(১৫)। জানা গেছে, বাইক চালক সাব্বির হোসেনের পায়ে এবং এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে ২০ টি সেলাই লাগে। অপরদিকে আহত হয়েছেন গাড়ি চালক কাবিল মিঞাও। জানা গেছে, বাইক চালক সাব্বির হোসেনের নিজ বাড়ি বক্সনগর। বাড়ি থেকে মোটর বাইকে করে কলমনগরস্থিত দাদুর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভয়নগরে মদ্যপ মহিলার তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। আগরতলা শহর সংলগ্ন অভয়নগর এলাকায় প্রকাশ্যে দিবালোকে এক মদমত্ত মহিলার তাণ্ডবে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই এক মহিলা রাস্তায় মাতলামি করতে শুরু করে। এলাকার মানুষজনকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে।

এমনকি এক সময় ওই মহিলা রাস্তার পাশে ড্রেনে পড়ে যায়। স্থানীয় জনগন এসব বিষয় জানিয়ে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে ছুটে যায়। থেকে মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জানা যায় ওই মহিলা সকাল থেকে নেশা করে ওই এলাকায় ঘুরাঘুরি করছিল। এলাকাবাসীদের গালিগালাজ করতে থাকে। এরই মাঝে অতিরিক্ত নেশার কারণে পাশে ড্রেইন পড়ে থাকে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন রক্তক্ষয়ী ছিল, সন্ত্রাস ইস্যুতে স্বীকারোক্তি ব্রাত্য বসুর

রাজ্যে পরগাছারা এখন পরিযায়ী নির্ভর হয়ে পড়েছে, সিপিএম ও তৃণমূলকে বিঁধল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন রক্তক্ষয়ী ছিল, আজ অকপটে এ-কথা স্বীকার করলেন তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। অথচ, দেখা যায়নি। তাই, আজ সন্ত্রাস ইস্যুতে তৃণমূল নেতাদের সমস্ত অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে উল্টে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের তথ্য দিল প্রদেশ বিজেপি।

তাঁর পাশে বসে তৃণমূলের আরেক মন্ত্রী মলয় ঘটক দাবি করেন, ত্রিপুরায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস দেশের ইতিহাসে অন্য কোন রাজ্যে দেখা যায়নি। তাই, আজ সন্ত্রাস ইস্যুতে তৃণমূল নেতাদের সমস্ত অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে উল্টে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের তথ্য দিল প্রদেশ বিজেপি। ত্রিপুরায় পরগাছারা এখন পরিযায়ী নির্ভর হয়ে পড়েছে। সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে এইভাবেই বিঁধলেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, এডিসি নির্বাচনেও সিপিএম একই পন্থা অবলম্বন করেছিল। কিন্তু আখেরে লাভ হয়নি। তিন বছরে ২৮ থেকে শূন্যতে নেমে এসেছে।

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন রক্তক্ষয়ী ছিল। এ-কথা বলেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। তিনি বলেন, বিজেপি নির্বাচন জয়ে সর্বোত চেষ্টা করেছে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমলেই আস্থা রেখেছেন। এদিন তৃণমূলের মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, ত্রিপুরার মতো নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস দেশের ইতিহাসে অন্য কোন রাজ্যে হয়নি। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে ১০ কোটি মানুষের বসবাস। সেই তুলনায় ত্রিপুরায় ১০ ভাগের এক ভাগ মানুষ রয়েছেন। অথচ সন্ত্রাস অনেক বেশি হয়েছে। তাতে মনে হচ্ছে, তিনি বুঝাতে

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন রক্তক্ষয়ী ছিল, আজ অকপটে এ-কথা স্বীকার করলেন তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। অথচ, তাঁর পাশে বসে তৃণমূলের আরেক মন্ত্রী মলয় ঘটক দাবি করেন, ত্রিপুরায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস দেশের ইতিহাসে অন্য কোন রাজ্যে চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বেশি সেই তুলনায় ত্রিপুরায় সন্ত্রাস অধিক হয়েছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস হয়নি, তা তিনি জোর গলায় বলেননি। বরং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনমন্ত্রীর গ্রামেই পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুলাই।। পানীয় জলের দাবিতে রাজ্যের বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া নিজ বাড়ি এলাকায় পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন গ্রামবাসীরা। অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া অবরোধ ফলে আটকে পড়েন। অবরোধকারীরা অভিযোগ করেন মন্ত্রী নিজেও পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। অবশেষে প্রশাসনের কর্মকর্তারা এসে অবরোধকারীদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে বনমন্ত্রীকে অবরোধ মুক্ত করেন।

দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তুইথাম্পুই এলাকার গিরিবাসীরা। এলাকায় ৩০০ পরিবার জনজাতি মানুষজনদের বসবাস। তাঁদের পানীয় জলের একমাত্র উৎস হল ছড়া কিংবা নালার জল। দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটাতে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী আর ডি ব্লকের অধীন তুইথাম্পুই এলাকায় একটি জলের উৎস তৈরি হচ্ছিল। স্থানীয় এক নেতার বদান্যতায় হঠাৎ থমকে যায় এই পানীয় জলের উৎসের কাজ। ফলে রেগে বুধবার রাজ্যের বনমন্ত্রীর সফরকালে রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয় তুইথাম্পুই এলাকার উপজাতি জনগণ।

ফলে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া দীর্ঘ সময় অবরোধ স্থলে আটকে পড়েন। সেই ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের এক প্রতিনিধি দল এলাকায় ছুটে যায়। মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এলাকার উপজাতি জনগণকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করলেও ক্ষিপ্ত জনগণ আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে জলের উৎসটি সঠিক সময়ে তৈরি হবে বলে আশ্বাস দিলে এলাকাবাসীরা অবরোধ মুক্ত করে।এলাকাটি মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া জন্মস্থান।

সেই জায়গায় যদি এই দুরবস্থা হয় তাহলে সারা রাজ্যের উপজাতি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৭৯ ▫ ২৯ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ১২ শ্রাবণ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

জনবিস্ফোরণ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সে কোন দেশের সামনেই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিয়া জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। ইইউনিসেফের রিপোর্টে জানা গিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়া ভারত সবার শীর্ষে উঠিয়াছে।জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসেব বলিতেছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পয়লা নম্বরে চলিয়া আসিবে ভারত। ১৯৫২ সালে গঠিত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতই প্রথম দেশ, যে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টিকে 'জাতীয় নীতি' হিসেবে গ্রহণ করিয়াছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ঙ্কর তথ্যে দুনিয়ার কাছে মুখ লুকাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল নয়াদিল্লি। সেই বছরই স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পরিবার পরিকল্পনাকে 'দেশপ্রেম'-এর সঙ্গে জুড়িয়াছিলেন। ছোট পরিবার সুখী পরিবারের পুরনো মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন। তারপর থেকেই নেতানেত্রীর বয়ানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কর্ণধার মোহন ভাগবত সঙ্ঘের বৈঠকে জানাইয়াছেন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই তাঁহাদের পরবর্তী কর্মসূচি।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে শুরু হইয়াছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কড়া আইন আনিবার তোড়জোড়। জানুয়ারি ২০২১ থেকে অসমে চালু হইয়াছে দুই সন্তান নীতি। সরকারি কর্মচারীদের উক্ত তারিখ থেকে এক বা একাধিক বিবাহ সূত্রে দুইয়ের বেশি সন্তান হইলেই চাকরি চলিয়া যাইবে। যাহাদের এখনও চাকরিতে নিযুক্তি হয়নি, তাহাদের কাহারও একইভাবে দুইয়ের অধিক সন্তান থাকিলে রাজ্য সরকারের কোনও পদে আবেদন করিবার যোগ্যতা আর থাকিবে না। এমনই কড়া আইন আনিয়া বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি দুই সন্তানের নীতি কার্যকরী করিতে চাইতেছে। উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটকেও একই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিরোধীদের দাবি, ভারতের বর্তমান শাসকরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নব উদ্যমে যাহা শুরু করিয়াছে তাহাতে অশিক্ষা এবং অভিসন্ধি দুইই প্রকট হইবে।জনগণনা বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন, মুসলিমদের জনসংখ্যা বাড়িতেছে ঠিকই। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ষাট বা সত্তরের দশকে যে হারে মুসলিমদের জনসংখ্যা বাড়িত, এখন আর সেই হারে বাড়িতেছে না বলেই জনগণনার হিসেব। দেশে দশ বছর অন্তর যে জনগণনা হয়, তাহার পরিসংখ্যান বলিতেছে, প্রতি দশ বছরে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধাপে ধাপে কমিয়া আসিতেছে। ১৯৫১ থেকে ২০১১ দেশের মোট জনসংখ্যায় মুসলিমদের হার ৯.৮ শতাংশ থেকে ১৪.২৩ শতাংশে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু জনগণনার হিসেব বলিতেছে, ২০০১-র তুলনায় ২০১১-তে মুসলিমদের সংখ্যা ২৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানে তার আগের দশকে, অর্থাৎ ১৯৯১-র তুলনায় ২০০১-তে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ২৯.৫ শতাংশ। আগের দশকগুলিতে সেই হার ৩০ শতাংশের বেশি ছিল। হিন্দু-খ্রিস্টানদের মতো মুসলিমদের মধ্যেও শিক্ষার হার বাড়িয়া

যাওয়ায় জন্মের হার কমিতে শুরু করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেক অন্যতম কারণ হইলোএ দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত পরিকাঠামো ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি। শিক্ষার প্রকৃত প্রসার, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং সঙ্কীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া প্রতিরোধ করিতে যাহা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এক গবেষণায় জানা গিয়াছে, ২০০৮ থেকে ২০১৬ এই আট বছরে এ দেশে জন্মরোধের সামগ্রী ব্যবহার কমিয়াছে ৫২ শতাংশ, পাশাপাশি বন্ধ্যাত্বকরণ হ্রাস পাইয়াছে ৭৩ শতাংশ। দেখা গিয়াছে, গত আট বছরে জন্মনিয়ন্ত্রণে এ দেশের মহিলারা উদ্যোগী হইলেও পুরুষেরা এ বিষয়ে দায়িত্ব এড়াইয়া যান।

বিশেষজ্ঞদের কথায়, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ এই ক্ষেত্রগুলিতে দুর্দশা, নিরক্ষরতা, ভয়াবহ বেকারি, দারিদ্র, অনুন্নয়ন সবের সঙ্গেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্কটি গভীর। ইতিমধ্যে যে বিপুল জনসমষ্টি, বিশেষত অল্পবয়স্করা, শিক্ষা ও কাজের দুনিয়ায় প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের এক বিরাট অংশের চাহিদা অপূর্ণ। শিক্ষার মান অনেকাংশেই ভয়াবহ, কর্মসংস্থানের চিত্র আতঙ্কজনক, যাঁহাদের কাজ আছে তাঁহাদেরও অধিকাংশেরই কাজের গুণমান অত্যন্ত খারাপ। এই সমস্যা মোকাবিলার উপায়, এক কথায়, শিক্ষার প্রসার, পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের প্রসার, কর্মসংস্থানের প্রসার। অর্থাৎ, যথার্থ সর্বজনীন উন্নয়ন। সেই কাজটি সাধন করিতে পারিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাকি কাজটুকুও আপনিই সম্পন্ন হইবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও অ-গণতান্ত্রিক জবরদস্তির নীতি ঘোষণা করার প্রয়োজন হয় না। এই কার্যকারণ সূত্রটি দুনিয়া জুড়িয়া প্রমাণিত।

তথ্য বলিতেছে, ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ দু'টি রাজ্যে বাস করে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ। এই দু'টি রাজ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, 'ফার্টিলিটি রেট' (প্রজননক্ষম বয়সে একজন নারী গড়ে যত সন্তানের জন্ম দেবেন বলে প্রত্যাশিত)-এ সবচেয়ে এগিয়ে বিহার। সে রাজ্যে এই হার সাড়ে ৩ শতাংশেরও বেশি। শুধু বিহার নয়, ২০১১-র জনসুমারির ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশ-সহ উত্তর ভারতের প্রতিটি রাজ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে অনেক এগিয়ে ছিল। অন্যদিকে, দক্ষিণ ভারতের সবগুলি রাজ্যেই 'ফার্টিলিটি রেট' ২-এর কম। ফার্টিলিটি রেট' সবচেয়ে কম পড়শি রাজ্য সিকিমে। মাত্র ১.৫। অভিজ্ঞতা বলে, সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটিলেই পরিবারের আয়তন স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। জবরদস্তি জন্মনিয়ন্ত্রণের ফল শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকর হতে বাধ্য। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে। শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করিয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে না। জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রহিয়ছে।

ঘুম থেকে তুলে মদ্যপ অবস্থায় বাবাকে পিটিয়ে মারল ছেলে

কালনা, ২৮ জুলাই (হি. স.) : বুধবার মদ্যপ অবস্থায় ঘুম থেকে তুলে বাবাকে পিটিয়ে মারাড় অভিযোগ উঠেছে ছেলের বিরুদ্ধ। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালনার মেদগাছি গ্রামে। সূত্রের খবর, মৃত ওই ব্যক্তির নাম কুমুদরঞ্জন হালদার। অভিযোগ, বুধবার ভোর তিনটে নাগাদ মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে ছেলে বিশ্বজিৎ হালদার। তখনও পর্যন্ত ছেলের আশায় না ঘুমিয়ে বাড়িতেই খাবার নিয়ে বসেছিল মা অঞ্জলি হালদার। মদ খেয়ে কেন বাড়ি এসেছিস? এই প্রশ্ন করতেই মাকে মারতে যায় মদ্যপ ছেলে বিশ্বজিৎ হালদার। এমনকি মায়ের গলায় হাঁসুয়া পর্যন্ত ধরে ছেলে। তখনই প্রাণভয়ে মা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অভিযোগ, ঘুমন্ত বাবাকে খাট থেকে তুলে মারধর শুরু করে ছেলে বিশ্বজিৎ । ছেলের মারে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকলে, তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মধুপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পরে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পথে ধাত্রীগ্রামের কাছেই মৃত্যু হয় সত্তরোর্ধ ওই বৃদ্ধ কুমুদরঞ্জন হালদারের। ঘটনার পর ছেলে বিশ্বজিৎ হালদারকে আটক করেছে বুলবুলিতলা ফাঁড়ির পুলিশ।

এনআরএস হাসপাতালে মৃত কেষ্টপুর অগ্নিকাণ্ডে জখম ব্যক্তি

কলকাতা, ২৮ জুলাই (হি. স.) : করোনা আবহের মাঝেই হঠাৎই শনিবার রাতে অগ্নিকাণ্ডে কেঁপে উঠেছিল কেষ্টপুর। আগুন লাগার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বেশ কয়েকটি দোকান। সেই দোকানের মধ্যে থাকা এক ব্যবসায়ীকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছিল এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মেনে বুধবার চির ঘুমে পাড়ি দিলেন ওই ব্যবসায়ী। করোনা হানায় নাস্তানাবুদ শহরবাসী। প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে আতঙ্ক। সেই আতঙ্কের মাঝেই শনিবার রাতে কেষ্টপুরের অগ্নিকাণ্ড নাড়িয়ে দিয়েছিল সকলকে।

দেশ আর দ্রোহ

নীল সরকার

স্ট্যান স্বামীর মৃত্যু-বিতর্ক আবর্তিত ভারতীয় দণ্ডবিধির '১২৪ এ' ধারা নিয়ে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে 'দেশেদ্রোহ' দমনে ইংরেজদের ফেলে যাওয়া এই আইন কেন রাখা হয়েছে?

স্বাধীন দেশের সংবিধান চালু হওয়ার প্রায় ন'-দশক আগে গন্ডগোলের সূচনা। সেই আইনের সূচনা সিপাহি বিদ্রোহের শেষে রানি ভিক্টোরিয়ার সাসনের আরম্ভে। কিন্তু আইনের হাত মকশো হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে প্রথম আইনি পরামর্শদাতা রূপে এসেছিলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। ১৮৩৪-'৩৮ মাত্র চার ভচর এই দেশে থেকে দণ্ডবিধির খসড়া তৈরি করেছিলেন। তখন কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল সস্তায় সুবিচার ।বিচারে খরচ বেশি হলে মুনাফায় টান পরবে। এই মেকলে-ই রচনা করেছিলেন শিক্ষা। পরিকল্পনা। লক্ষ্য ছিল শরীরে ভারতীয়, মননে ইংরেজ---এমন একটি মডেল তৈরি করা। শাসক ও প্রজার জ্ঞান ও মানসকিতা সমরূপ হলে শাসন মসৃণ হবে। সেটা আইন ও শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব, ভেবেছিলেন মেকলে।

সেই আইন রানি সামান্য সংস্কার করে ১৮৫৯ সাল থেকে চালু করেন। মনে রাখতে হবে, নাগরিকদের গণতান্ত্রিক চেতনা তখন ও সুদূর কল্পনাতেও ঠাঁই পায়নি। সেই আইন ছিল রাজা-প্রজা সম্পর্কের জন্য। অথচ সেই এক আইন স্বাধীন ভারতে হয়ে গেল গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকেদর পরিচলনা করার আইন। নাগরিকদের মানসিকতা, শাসকের রূপ, রাজনৈতিক চতেনা এদিকে মাঝের নয় দশকে দুনিয়া জুড়ে বদলে গিয়েচে। রাজনৈতিক বিবর্তনে ভারত-ও পিছিয়ে থাকেনি।

যাবতীয় বিতর্কের সূত্রপাত ইংরেজদের এই ছেড়ে যাওয়া আইন ও নতুন স্বাধীন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের মতো বিষয় থেকে। উদাহরণে বলা যায়, একজন নাগরিকের যাবতীয় মৌলিক অধিকার শুধুমাত্র সেন্দেহের বশে একজন সিপাইজি কেড়ে নিতে পারেন। ইংরেজদের রেখে যাওয়া ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১ ধারায়। একজন নাগরিকের গ্রেফতার হতে পাঁচ মিনিট, আর ছাড়া পেতে পাঁচ বছর চলে যেতে পারে। একদিকে বলাহয় জামিন আসামির অধিকার। অন্যদিকে জামিন হলে পুলিশকে তুলোধোনা করার নজির কম নেই। অথচ, জামিন বিচার বিভাগের বিচার্য। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া বিচার বিভাগ জামিন আটকাবে কী উপায়ে? চুম্বকে একই আইনের ধারা নিয়ে রাষ্ট্র, জনতা, সংবাদমাধ্যম, বিচার বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গি ও বাখ্যা ভিন্ন। যা পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। এই ধূসর আইনি এলাকা থেকেই বিতর্ক দানা বাঁধে। বিগত ৭৫ বছরে সাহেবদের রেখে যাওয়া কাঠামোর শিক্ষা, সাংবিধানিক অধিকারের যা সংস্কার হয়েছে আইনের বিষয়ে তেমনটা হয়নি। টাডা, পোটা, ফেমা বাতিল হয়েছে। কিন্তু জঙ্গি হামলার শঙ্কা দূর হয়নি। আইন কমিশন বিবেটনা করেছে। নতুন ঘটনায় বিতর্কের ঝড় উঠেছে, আবার সব থিতিয়ে গিয়েছে।

দেশের সুরক্ষা ও দেশের সমালোচনা--- এর নেপথ্যের কিঠু সমীকরণ এখন ধূসর। যেমন শত্রু দেশ থেকে গুরপথে ভাল কাজে অর্থসাহায্য এলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য কী করে জানা যাবে? অনুপ্রবেশকারীদের মতলব নিয়ে কে নিশ্চয়তা দেবে? দেশের সুরক্ষা নিয়ে কোন দেশ সমঝোতা করে? তেমন বিষয়ে আইন তাই অন্য পাঁচটা আইনের মতো জামিনের পক্ষে নেই। জামিন পেয়ে কিচু ঘটিয়ে দিলে? সন্দেহভাজনও 'প্রকৃত' দেশদ্রোহীর ফারাক করা খুব কঠিন আইনের নিজস্ব বাছবিচারের প্রশ্ন নেই। প্রয়োগের উপর তার উদ্দেশ্য ঠিক হয়। যিনি প্রয়োগ করছেন, তাঁর মনোভাব বড় প্রভাব রাখে। এই দেশে একটা বড় অভিযোগ, আইন শাসকের লক্ষ্যে প্রয়োগ হয়। বড় ঝড় ওঠে। এখন অভিযোগ শোনা যায়, শাসকের বিপক্ষে গেলেই বিপদ।

শাসক, না, শাসিত? আইন কার জন্য? সার্বিক মঙ্গলের জন্য আইনের ব্যবহার করে পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। সেই মঙ্গল শাসকের জন্য, না কি দেশের অথবা আমজনতার জন্য? এই বিতর্ক কিন্তু গণতান্ত্রিক সব দেশেই কম বেশি চলে আসছে। তাহলে আইন কার অধিকারে? ১৮৫৯-এর পরে ১৯৪৭ থেকেও বহু দুরে চলে এসেছি আমরা। শিক্ষার বিবর্তনে বদলে গিয়েছে অধিকারবোধ। উন্নত প্রযুক্তি নাগরিকদের চাহিদা ও মানসিকতা পালটে দিচ্ছে। নাগরিক অধিকারবোধ স্মার্টফোন আসার পর প্রবল বেগে ছড়িয়েছে। আন্দোলন গড়ে তুলতে সামাজিক মাধ্যম আজ বড় ভূমিকা নিচ্ছে। একটা ছোট বার্তা বড় ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ছে। নির্ভয়া কাণ্ড থেকে বিগত দশকে বহু গণ সচেতনতার বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। প্রশাসনও দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, আমার মতে, প্রথমেই দেশের আইন কমিশনকে সক্রিয় করে উপনিবেশ যুগের রাজা-প্রজা। মানসকিতার আইনের কাঠামো সরিয়ে দেওয়া উচিত। সংবিধানের আলোয় আধুনিক সমাজব্যবস্থাকে শক্ত করতে আইন দরকার। নাগরিকদের গণতান্ত্রিক চেতনা-নির্ভর সংবেদনশীল আইন আসলে সময়ের দাবি। চর্চার মাধ্যমে সমাজ থকে উঠে আসুক আইন। ভারত উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশ হতে চলেছে। সেই লক্ষ্যে গণতন্ত্রের ভিত পোক্তা করতেই হবে। সময়োপযোগী আইন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও সময় মেপে বিচার জরুরি। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সামাজিক সুস্থির প্রশ্নে

অচিন চক্রবর্তী

'কোভিড-১৯ -এর সঙ্গে লকডাউনকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে যে দ্বিতীয়টি চাড়া প্রথমটিকে এখন আর ভাবাই যায় না যেন। এভাবে জড়িয়ে ফেলা কতটা কাম্য---সে প্রশ্ন এখন তোলা দরকার। সেই যে গত বছরে মার্চের শেষে আমরা অতি কঠোর সার্বিক লকডাউন দিয়ে শুর করলাম, তারপর দ্বিতীয় ঢেউয়েও ফিরে এল সেই লকডাউন, যদিও কঠোরতা সামান্য কমিয়ে। তাছাড়া এবার লকডাউনের সিদ্ধান্ত যেহেতু রাজ্যগুলির হাতে ছেড়ে দেয়া চতুর্থ যে টেউই আসুক না কেন, অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ করে তাকে ঠেকানোর চেষ্টা করাই যে একমাত্র কর্তব্য—এই অভ্যস্ত বাবনা থেকে এবার বেরিয়ে আসতে হবে। প্রথম ঢেউয়ের সময়ে আড়াই মাসের যে কঠোর লকডাউন হল, তারপরও আংশিক চলল কয়েক মাস, তার কার্যকারিতার যথাযথ মূল্যায়ন হল কি? মুল্যায়ন তো হলই না, সংক্রমণের হার সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কমতে কমতে ডিসেম্বরে এতটাই কমে এল যে, জানুয়ারিতে তড়িগড়ি প্রধানমন্ত্রী গোষণা করে দিলেন---আমরা কোভিড জয় করে ফেলেছি, যখন অন্য দেশগুলি হন্যে হয়ে টিকার ব্যবস্থা করতে লেগেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অবিবেচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৃতিত্ব জাহিরের অদম্য আকর্ষণ দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিপর্যয়ে পেড়ে ফেলল দেশবাসীকে। ব্যর্থতার অনেকটাই যখন অবিবেচনাপ্রসূত নীতির কারণে, তখন তা সংশোধনের চেষ্টাই অগ্রাদিকার পাওয়ার কথা। তা না করে যাবতীয় কাজকর্ম অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ রাখা ছিল লকডাউনে। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদও করেছেন তারা। ভারতে লকডাউনের সাফল্যের নেপথ্যে সেই শ্রেণির কণ্ঠস্বরের অভাবটাই যে কারণ, তা অস্বাকীর করা যায় কি?

সাধারণ বৃদ্ধি বলে, যে কোনও নীতিরই কিছু ভাল এবং কিছু মন্দ পরিণতি থাকে। তাই নীতিনির্ধারকদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় 'ভাল' আর 'মন্দ'-র কোনদিকে পাল্লাটা ভারী, যে-বিশ্লেষণকে পোশাকি ভাষায় বলা হয় 'সোশ্যাল কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস'। কাজটা কঠিন। আর সেটি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিষয়ও নয়। তাঁদের তো প্রায় প্রত্যেককেই দেখেছি ওঠোর থেকে কঠোরতর লকডাউনের পক্ষে নির্দ্বির্ধধায় সওয়াল করতে। মধ্য-উচ্চবিত্তদেরত্ত প্রায় প্রত্যেকেই লকডাউনের পক্ষে। লকডাউনের ফলে যাঁদের ক্ষতিটা সর্বাধিক, আর্থিক শ্রেণিভেদে যাঁরা নিচের দিকে, তাঁদের মতটাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা যে ভাবা হয়নি—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তা বলে তাঁদের এই নিদারুণ ক্ষতির কথা পুরোপুরি ভুলে যাই কী করে ? ভুলে না গেলেও সে-ক্ষিতি যে লকডাউনের লাভের আছে। কিন্তু নিষেধের মান্যতা নিশ্চিত করতে সব বন্ধ করে রাখা কখনও শ্রেষ্ঠ উপায় হতে পারে না। কঠোর লকডাউনের বিকল্প হিসাবে সাবধানতা অবলম্বনের বিভিন্ন উপায় এবং তাদের মধ্যে কোনগুলি বেশি কার্যকর হতে পারে, তা ভেবে দেখার উদ্যোহে প্রায় নেই বললেই চলে। মাস্ক পরা বা যথাসম্ভব দূরত্ব মেনে চলার বিপক্ষে কোনও জোরালো যুক্তি নেই। তা মেনে চলতে ক্ষতিও বলতে গেলে শূন্য। কিন্তু লকডাউনের ক্ষতি সামান্য নয়। তাই চূড়ান্ত আর্থিক ক্ষতি মেনে নিয়ে সংক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টায় কোথাও হয়তো একটা দাঁড়ি টানার প্রয়োজন। অন্তত প্রশ্নটা তো উঠুক। বিশ্বে মৃত্যুর সংখ্যার হিসাবে যে সংক্রামকের সংখ্যা ১৮ লক্ষ। স্পষ্টতই মৃত্যুর হিসাবে কোভিড এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি।

লকডাউনের যুক্তি ছিল সংক্রমণের গ্রাফকে দ্রুত উঠতে না দিয়ে বিলম্বিত করা, যাতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রস্তুতির সময় পায়। কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউয়ের মর্মান্তিক দৃশ্যগুলির সবই স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রস্তুতির অভাবকেই নির্দেশ করে।

শ্বাসনালির সংক্রমণ, যা কোভিডের থেকেও মারাত্মক, তার প্রতিরোধের উপায় নিয়ে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' বলছে বেশিরভাগ এ ধরনের সংক্রমণ হয়ে থাকে হাঁচি-কাশির মধ্যে দিয়ে তাই সংক্রমিত ব্যক্তির থুতু বা লালার সংস্পের্শ এড়াতে পারলে এই রোগের সংক্রমণ ঠেকানো যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই রোগে প্রতি বছরে মৃতের সংখ্যা কোভিডের থেকে বেশি হলেও কখনও বলা হয়নি, একে ঠেকাতে কঠোর লকডাউন ছাড়া বিকল্প নেই।

তাহলে কোভিড নিয়ে এত তোলপাড়ের কারণ কী? তার উত্তর সম্ভবত লুকিয়ে আছে মৃতের শ্রেণিভেসে। তার রোগে মৃত্যুর ৭৪ শতাংশ যেখানে ঘটেছে নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে, কোভিড মাত্র ২২ শতাংশ ঘটেছে ওই দেশগুলিতে। প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ মৃত্যুহারের শ্রেণিবিভাগ করা অবশ্য কঠিন, তথ্যের অভাবে। এক্ষেত্রে বিষয়টি কিঞ্চিৎ জটিলও বটে। তবে আন্দাজ করা যায়, এদেশে প্রথম ঢেউয়ের সময়ে সংক্রমণের হার মধ্য বা উচ্চবিত্তের মধ্যেই তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে দেখলাম পকেটে টাকা থাকলেও প্রয়োজনে হাসপাতাল ডেব বা অক্সিজেন পাওয়া কোনও কোনও অঞ্চলে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সমাজমাধ্যমে মুহূর্মুহু রোগীর পরিজনদের হাহাকার দৃশ্য দেখে মনে হতে পারে, এই রোগ ধনী-দরিদ্র তফাত করে না, আর এ থেকে বাঁচতে একমাত্র লকডাউনের পক্ষে পক্ষে প্রধান যুক্তিটি ছিল সংক্রমণের উর্ধ্বমুখী গ্রাফকে এখনই দ্রুত উঠতে না দিয়ে কিছুটা যদি বিলম্বিত করা যায়, তাহলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রয়োজনীয় প্সতুতিটুকু নেওয়ার সময় পায়। লকডাউন হল, ফলে সময় ও পাওয়া গেল খানিক। কিন্তু প্রস্তুতি? দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার পরের মর্মান্তিক দৃশ্যগুলির সবই প্রায় স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রস্তুতির অভাবকেই নির্দেশ করে। অতি সম্প্রতি তৃতীয় ঢেউয়ের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এবং এবার যে শিশুদের উপর প্রভাব বেশি হতে পারে আন্দাজ করে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছে, তা এই প্রস্তুতির লক্ষ্যেই।

শেষ করি স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রস্তুতি নিয়ে দু-চার কথা বলে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা মানে কিন্তু শুদু চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা নয়। সংক্রামক রেত্রাগের প্রকৃতি এবং তা ছড়িয়ে পড়ার রকমসকম নিয়ে গেবষণাও সেই ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসবের জন্য স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি মিলিয়ে এই বায় জাতীয় আয়ের এক থেকে দেড় শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের থেকেই কম। অতিমারীর দেখিয়ে দিল ভারতের মতো দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকল্প নেই। অথচ গত কয়েক বছর ধরেই বিশেষত আয়ুষ্মান ভারত ঘোষণার থেকে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির যে ঝোঁকটা দেখছি, তা এর বিপরীত। সরকারি পরিষেবা উন্নত না করে বিমার ব্যবস্থা করে অ-সরকারি পরিষেবা বা মানুষের নাগালে এনে দেওয়ার চেষ্টার এই নীতির ভ্রান্তি অতিমারীর সময়ে স্পষ্ট হয়ে গেল। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

হিমাচল প্রদেশের পরাশর লেক

কমলা আদক

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ বেরিয়েছিলাম হিমাচল প্রদেশের কয়েকটি জায়গা ঘুরব বলে। সবার শেষে মানীলী, কিন্তু মানালী যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বদলে আমরা গেলাম তুলনায় কম পরিচিত পাহাড়ের মাথায় পরাশর লেক। ভ্রমণপিপাসুরা সুযোগ করে দেখে আসতে পারেন। ভালো লাগবে অভিজ্ঞতাও হবে নতুন।

হাওড়া থেকে অমৃতসর মেলে ২১ তারিখ বোরে পৌঁছে গেলাম আম্বালা স্টেশনে। সেখান থেকে গাড়িতে চেপে সিমলা, সারাহান, সাংলা আর কল্পায় কয়েকদিন কাটিয়ে রওনা দিলাম মালানীর দিকে। মানলীর কাছাকাছি বানালার (ভুন্তরের নিকটে) একটি হোটেলে উঠলাম রাত কাটাব বলে। পরদিন যাব সুন্দর পাহাড় পরিবৃত্ত স্বপ্নের শহর মালানিতে, অন্তত কল্পনাতে তাই। বাদ সাধল বৃদ্ধি ক'দিনের বৃষ্টিতে মানালীতে বন্যা, পাহাড়ে ধ্বংস, রাস্তা ও ব্রিজ ভেঙে যাওয়া এইসব কারণে। কুলু থেকে মানালী যাওয়ার পথ বন্ধ। সারাই এর কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চললেও সেদিন পর্যন্ত পথ খোলেনি ।তাই বানালায় আটকে থাকতে হল। ২৫-৩০ জনের দল, দিনের বেলাঘরে বসে থাকতে চায় না, তাই ম্যানেজার জানাল আমাদের পরাশর লেক নিয়ে যাবে। ভাবলাম লেকে বোটিং করব। ওমা, পাহাড়ের উপরে। কেমন হবে সেই লেক? সকাল সকাল লাঞ্চ সেরে চলেছি তের সিটার বাসে চেপে। রাস্তার দু'পাশে আনার/ বেদানা বাগানের সারি। তাতে বড় বড় বেদানা ঝুলছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সবুজ কাজের শাখায় শাখায় ঝুলন্ত বেদনা আমাদের মন কেড়ে নিল। মনে হচ্ছিল, গাছ থেকে ২/৪ টা ডালিম পেড়ে আনি, খেয়ে দেখি কেমন লাগে টাটকা/ডালিম বেদানার স্বাদ। কোলকাতায় অত বড় বেদানা বিরল, তাও ১০/১৫ দিন আগের গাছ থেকে তোলা। কয়েকটা বেদানা সহ গাছের থবি তুলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালাম। কিছুক্ষণ পর গাড়ি উঠল পাহাড়ের উপরে। রাস্তাটা মাটিসরানোর গাড়ি দিয়ে পথ পরিষ্কার করাও হচ্ছে। পাহাড়ে উঠতে উঠতে চোখে পড়ল কয়েকটা আপেল ও বেদানার গাছ। দু'চারটা ছোট ছোট বাড়ি, বেশ রং একটা টমেটো বাগান। উৎপন্ন ফসল দিয়ে হয়তো স্থানীয় কিছু সংখ্যক লোকজন জীবিকা নির্বাহ করে। গাড়ি চলল একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পাশের পাহাড়ের চূড়ায়। উঠেই চলেছি, উঠেই চলেছি। এইভাবে প্রায় ২৫/৩০টা পাহাড় পার হয়ে এল আমাদের গন্তব্যস্থল। উঁচু পাহাড় থেকে খাদেরদিকে তাকাতে সাহাস হচ্ছে না। কি ড্রাইবার চলছে অবাধ গতিতে। পাহাড়ি রাস্তা নাকি এরকমই হয়। গাড়ি যেখানে থামল , সেখানে দেখি আমাদের মতো আরও দু'তিনটে ছোট বড় গাড়ি। তাতে আমাদের মত আরও কিছু ভ্রমণার্থী এসেছে। শীতল, শান্ত, নিস্তব্ধ, মনোমুগ্ধ পরিবেশ। সবুজে সবুজে ভরা পাহাড়ি প্রান্তর। তাপমাত্রা ১৪-১৫ ডিগ্রির বেশি হবে না। ঠান্ডা, ঠান্ডা ভাব। শহরের কোলাহল গাড়িণ অবিরাম কর্কশ গতিবিধি আর ধুলো-ধোঁয়া-আবর্জনায় কলুষিত শহর থেকে অনেকটাই দূষণুক্তি জীবন। পায়ে হেঁটে একটু উপরে উঠতেই পরাশর লেকের গেট। আশেপাশে কয়েকটা ভেড়া দেখা গেল, কাথে তিবৃতি পোশাক পরা দু-একজন মানুষকেও। হয়তো এরা ভেড়াদের মালিক। ঘাসের রং অদ্ভুত সবুজ, অপূর্ব পরিবেশ। বেশ কিছু খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে পৌঁছলাম। প্যাগোডার মত মন্দিরে , একেবারে লেকের জলের কাছে। এই মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন পরাশর মুনি। পাশের দোকান থেকে পূজাসামগ্রী কিনে পূজা দিচ্ছেন কেউ কেউ। প্রসাদ বিতরণ করছেন এখজন রাজস্থানী পুরেহিত। পশেই পাঠের দ্বিতল বাড়ি। রক্ষণাবেক্ষণ যাঁরা করেন এটা তাদের আস্তনা। উৎসবের সময়ে ভক্তদের আগমন হয়, তাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আরও একটু নামলেই পরাশর লেক। জলের রং নীল। পাহাড়ের উপরে অপরূপা এই লেক। উফবৃত্তাকার লোকটির পরিমাণ প্রায় এক হেক্টর। অল্প কয়েকজনক লোকের চারপাশটা পরিদর্শন করতে দেখা গেল। লেকের চারপাশ গাঢ় সবুজ। জলে প্রচুর মাছ। খাবার দিলেই চলে আসে। লেকে একটা ভাসমান গোলাকার দ্বীপ আছে, পুরো লেকের ৭ শতাংশ অংশ জুড়ে। এটি স্থান পরিবর্তন করে ভাসতে ভাসতে। লেকটি সমুদ্র তল থেকে ৮৯৬০ ফুট উপরে। লেকটির কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে বা লেকের গভীরতা কত তা এখনও অজানা। লেকটি কুলুর ধূলাণর রেঞ্জের মধ্যস্থলে, কুলু ভ্যালিতে অবস্থিত। সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে এই পর্বতমালা। পাহাড়ের নিচে বয়ে চলেছে শতদ্রু নদী। হিমাচল প্রদেশের মান্ডির ৪৯ কিমি উত্তরে ত্রিতল প্যাগোডা মন্দির সহ এই লেক। এখানে বসে পরাশর মুনি দীর্ঘদিন ধ্যান/ সাধনা করেছিলেন একটি দেবদারু গাছের তলায়। মন্দিরটি ঋণি পরাশরের নামে উৎসর্গিত। ১৩ শতাব্দীতে মান্ডির রানসের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৭ সালে এটি হিমাচল প্রদেশের দর্শনীয় স্থান হিসাবে বিবেচিত হয়।

লেক সৃষ্টি নিয়ে পৌরাণিক গল্পগাথা আছে। বলা হয় ভীষ্ম এই লেকের সৃষ্টিকর্তা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে কুরুক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে পঞ্চপানজব কামরুরাজার সাথে এই স্থানে পৌঁছায়য এই সুন্দর ও চমৎকার পরিবেশ রাজার পছন্দ হয়ে যায়। এখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চান। এখানে বসবাস করতে হলে জলের প্রয়োজন। পরাক্রমশালী ভীম তার কুনয়েক চাপ দিয়ে পাহাড়ের বিশাল গর্ত সৃষ্টি করেন। গর্তে জল জমে লেকের সৃষ্টি হয়। কামরু রাজার নাম অনুসারে এটি কামরু ভ্যালি নামেও পরিচিত হয়। আমরা দেখছি লেক ও তার চারপাসের সৌন্দর্য্য সবুজ সতেজ চাদের ঢাকা, শরতে গাছপালা লাল-হলুদ রং ধারণ করে তখন তার অন্য রূপ। শীতকালে লেকের চারপাশ বরফে ঢাকা, লোকের জলের উপরতিলেও বরফ। বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে ট্রেকিং করতে আসে। ক্যাম্পে থাকে পর্যটকরা। সারা বছর ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখার জন্য মানুষজনের আগমন হলেও শীতেই ট্রেকিং হয় বেশি। সবুজের সমারোহে, দূষণমুক্ত পরিবেশে কাটাতে বেশ ভালই লাগছিল। মনে হচ্ছিল, যদি আরও কিছুক্ষণ কাটানো যেত। মানলী যেতে না পারার দুঃখ অনেকটাই পূর্ণ করল জনহীন পাহাড়ের পরাশর মুনির সাধনা ক্ষেত্র, অপরূপা এই পরাশর লেক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

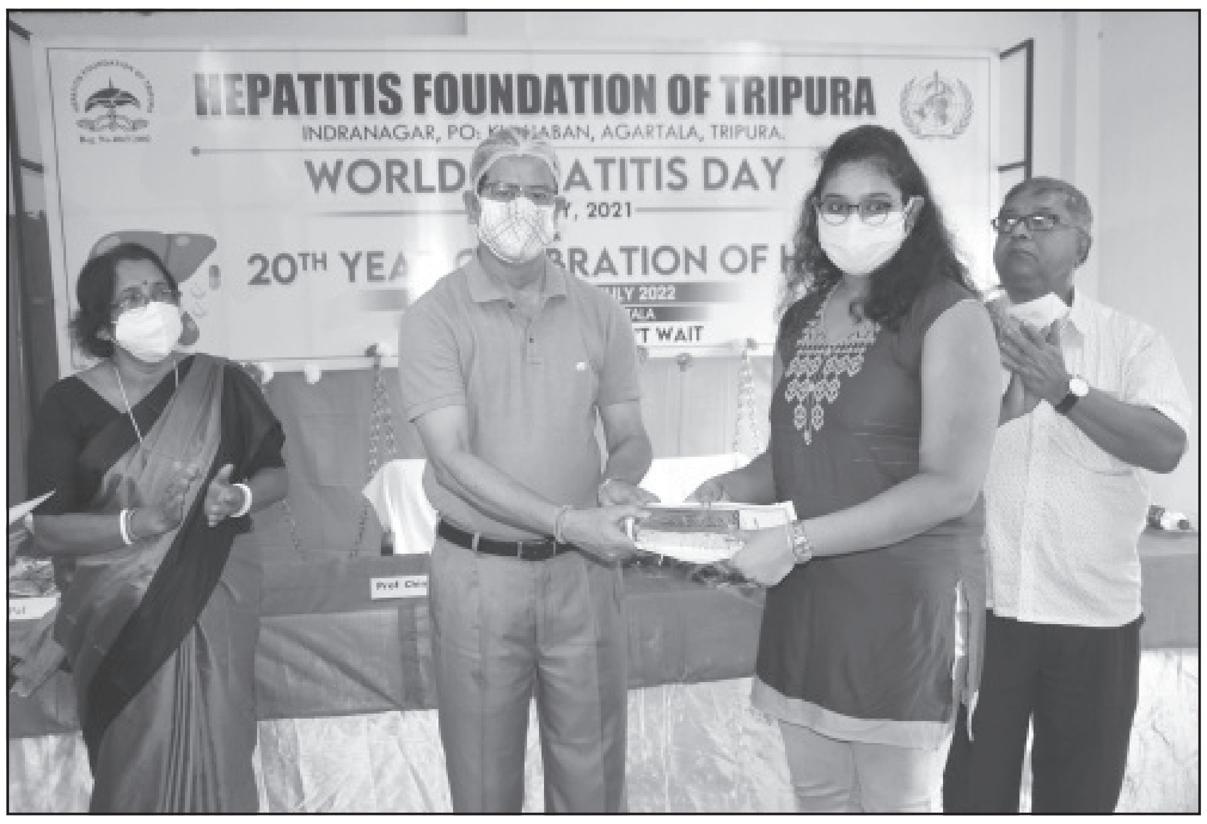

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার উদ্যোগের বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালন করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

কাশ্মীরের কিশত্বরে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত ৪, নিখোঁজ ৩০-৪০ জন

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলার হোনজার গ্রাম। মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে দাচান এলাকার হোনজার গ্রামে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৮-৯টি বাড়ি। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৬টি পরিবারের ৩০-৪০ জন সদস্যকে। কিশত্বরের ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, বুধবার ভোরে কিশত্বর জেলার গুলাবগড়ের হোনজার গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে যায় অনেকগুলি বাড়ি। মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। ৮-৯টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং টুইট করে জানিয়েছেন, '৩০-৪০ জন নিখোঁজ। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও সেনাবাহিনী উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'কিশত্বরে মেঘভাঙা বৃষ্টির বিষয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও জম্মু-কাশ্মীরের ডিজিপি-র সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। মানুষের জীবন বাঁচানো আমাদের অগ্রাধিকার।' জম্মু-কাশ্মীরে লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা জানিয়েছেন, 'কিশত্বর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে আমার নজর রয়েছে।'

অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে হিমাচল প্রদেশের লাহাউল স্পিতি জেলায় হড়পা বানে একজনের মৃত্যু হয়েছে। একজন আহত হয়েছেন ও ৯ জন নিখোঁজ। লাহাউল স্পিতি জেলার উদয়পুর মহকুমার তোজিঙ নুল্লাহ এলাকার ঘটনা। এসপি মানব বর্মা জানিয়েছেন, হড়পা বানে মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং খোঁজ নেই ৯ জনের। হিমাচল প্রদেশের শিমলায় আবার ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। শিমলার বিকাশ নগর-পন্থঘাঁটি রোডে বুধবার ধস নামে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি গাড়ি। বুধবার সকালেই হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় পার্বতী নদীর ধার থেকে যাওয়ার সময় ভেসে যান ২৫ বছরের মা ও তাঁর সন্তান। কুল্লুর ডেপুটি কমিশনার আশুতোষ গর্গ জানিয়েছেন, মা ও সন্তানের খোঁজ চলছে।

পেগাসাস নিয়ে মোদী-শাহকে আক্রমণ রাহুলের, সঞ্জয় বললেন বিরোধীরা একজোট

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.): পেগাসাস নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দিকে আঙুল তুললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের প্রশ্ন, কেন দেশবাসীর উপর ব্যবহার করা হল পেগাসাস? তিনি আরও বলেছেন, "সংসদে আমাদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। আমরা শুধু জানতে চাইছি, সত্যিই পেগাসাস কেনা হয়েছিল কি না এবং তা ভারতীয়দের উপর নজরদারি চালাতে ব্যবহার করা হয়েছিল কি-না?" পেগাসাস নিয়ে এমনিতেই উত্তাল সংসদের বাদল অধিবেশন। বুধবার সকালেই ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড নিয়ে সংসদে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেছিল কংগ্রেস, আপ, সিপিআই, সিপিএম, শিবসেনা, এনসিপি-সহ ১৪টি বিরোধী দল। তার পর দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী। সেই সঙ্গে ফোনে আড়ি পাতা নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দিকেই আঙুল তুললেন রাহুল। আবার শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'জাতীয় সুরক্ষা ও কৃষি আইন ইস্যুতে বিরোধীরা এক রয়েছে ও একজোট থাকবে।' এদিন রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমাদের কাছে পেগাসাস দেশদ্রোহের বিষয়। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। আমার মতে, এটি শুধুমাত্র গোপনীয়তার বিষয় নয়, দেশ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ। নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ দেশের গণতন্ত্রের আত্মাকে আক্রমণ করেছেন। আমরা শুধুমাত্র একটি প্রশ্ন করতে চাই, সরকার কী পেগাসাস কিনেছে? হ্যাঁ কি না। সরকার কী দেশের জনগণের উপর পেগাসাস ব্যবহার করেছে? সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে সংসদে পেগাসাস নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না। নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের কাছে জানতে চাই, দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আপনারা কেন এই অস্ত্র ব্যবহার করেছেন?'

৪৪ বেড়ে ২৩,১৩৩ জনের মৃত্যু, পাকিস্তানে করোনা-মুক্ত ৯.৩৫-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ২৮ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে আবারও বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত দু'মাস পর পাকিস্তানে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,১১৯ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৪৪ জনের। পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৩,১৩৩ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০১৫,৮২৭ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৪২ জন।

বুধবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,১১৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৪ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০১৫,৮২৭। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৬,৯৫২। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট বেড়ে গিয়ে ৭.৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

পুলওয়ামাতে ধৃত হিজবুল জঙ্গি, আগ্নেয়াস্ত্র ও বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য একজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার পাম্পোরে থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই হিজবুল জঙ্গিকে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও বেআইনি সামগ্রী। ওই জঙ্গির নাম-সাহিল মঞ্জুর মীর। বাড়ি পাম্পোরের তুলবাগে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, অবন্তীপোরার শার শালি খেরেউ এলাকায় আপেল বাগানে পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনীর যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে একজন হিজবুল জঙ্গিকে। ওই জঙ্গির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেলেও বিমা বাবদ মিলবে ৫ লক্ষ টাকা, বড় ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.) : আর্থিক সংকটের মুখোমুখি ব্যাংকগুলির তাদের গ্রাহকদের স্বস্তি দিতে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যদি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমানতকারীরা বিমা বাবদ সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পাবেন। এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়ে দিয়েছেন, এর ফলে ৯৮.৩ শতাংশ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত থাকবে। বুধবার বিকেলে বৈঠকের পরে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। জানিয়ে দেন, মন্ত্রিসভায় ডিপোজিট ইনশিওরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন (ডিআইসিজিসি) বিল পাস হয়ে গিয়েছে। তিনি পরিষ্কার করে দেন, এই বিলের আইনের সংশোধনী এই নয়া নিয়মের আওতায় থাকবে সমস্ত ব্যাংক। এমনকী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকের ভারতীয় শাখার আমানতকারীরা এই বিমার আওতায় পড়বেন।

সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, "সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে বিমার টাকা পেতে পেতে ৮ থেকে ১০ বছরও লেগে যায় অনেক সময়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হবে না। ব্যাংক উঠে যাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যেই টাকা পাওয়ার সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। নিঃসন্দেহে এর ফলে আমানতকারীরা স্বস্তি পাবেন।"

সূত্রানুসারে, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র সমবায় ব্যাংক, ইয়েস ব্যাঙ্ক এবং লক্ষ্মী বিলাস ব্যাঙ্কের মতো লোকসানে চলা বা বন্ধ হতে চলা ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি পাবেন। এর আগে ব্যাংক উঠে গেলে গ্রাহকরা ১ লক্ষ টাকা পেতেন বিমা বাবদ। নয়া আইনে সেই অঙ্ক একলাফে অনেকটাই বাড়ল। তবে এই সংশোধনীর কথা আগেই জানিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর বাজেটের শেষ বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কোনও ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেলে ৫ লক্ষ টাকা করে পাবেন আমানতকারীরা। কিন্তু অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে সংশোধনীর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্যকর করে উঠতে পারেননি।

হিমাচলের কুল্লু ও লাহাউল-স্পিতিতে হড়পা বানে মৃত ৯, নিখোঁজ ৭ জন

শিমলা, ২৮ জুলাই (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কুল্লু ও লাহাউল-স্পিতি জেলায় প্রবল বর্ষণের জেরে হড়পা বানে প্রাণ হারালেন ৯ জন। এছাড়াও নিখোঁজ ৭ জন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কুল্লু ও লাহাউল-স্পিতি জেলায় হড়পা বানে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। এছাড়াও নিখোঁজ ৭ জন। মঙ্গলবার রাতে হিমাচল প্রদেশের লাহাউল স্পিতি জেলায় হড়পা বানে একজনের মৃত্যু হয়। একজন আহত হয়েছেন ও ৯ জন নিখোঁজ ছিলেন। লাহাউল স্পিতি জেলার উদয়পুর মহকুমার তোজিঙ নুল্লাহ এলাকার ঘটনা। এসপি মানব বর্মা জানিয়েছেন, হড়পা বানে মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং খোঁজ নেই ৯ জনের। হিমাচল প্রদেশের শিমলায় আবার ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। শিমলার বিকাশ নগর-পন্থঘাঁটি রোডে বুধবার ধস নামে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি গাড়ি। বুধবার সকালেই হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় পার্বতী নদীর ধার থেকে যাওয়ার সময় ভেসে যান ২৫ বছরের মা ও তাঁর সন্তান। কুল্লুর ডেপুটি কমিশনার আশুতোষ গর্গ জানিয়েছেন, মা ও সন্তানের খোঁজ চলছে।

অমরনাথের গুহার কাছেই নামল মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, এলাকায় জারি সতর্কতা

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই (হি. স.) : অমরনাথের গুহার একেবারে কাছেই নামল মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির জেরে পাহাড়ের গা বেয়ে হু হু করে নেমে আসছে জলস্রোত। বুধবার এমনই এক দৃশ্য চোখে পড়ল পবিত্র এই গুহার কাছে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে যাতে তাঁরা সিন্ধু নদীর কাছাকাছি না যান। আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে যে ওই নদীর জলস্তর আচমকা বেড়ে যেতে পারে। জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন গুহার কাছে কোনও ভক্ত ছিলেন না এদিন। কেউ হতাহত হননি। তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টি আর মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদেরও এদিন সতর্ক করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে যাতে তাঁরা সিন্ধু নদীর আশেপাশে না যান। আশঙ্কা করা হচ্ছে, নদীর জলস্তর আচমকা বেড়ে যেতে পারে।

অসমে গড়ে তোলা হয়েছে অর্থনৈতিক অবরোধ, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন মিজোরামের গৃহসচিব

আইজল, ২৮ জুলাই (হি.স.) : অসমে মিজোরামের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। অসম সরকারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনে বুধবার মিজোরাম সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে আজ ২৮ জুলাই একটি পত্র প্রেরণ করেছে।

মিজোরামের গৃহসচিব লালবিয়াকসাংগি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে লিখেছেন, অসমের কাছাড় জেলার বুক চিরে মিজোরামগামী ৩০৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখার ফলে মিজোরামে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

২৬ জুলাই থেকে অসমে জাতীয় সড়ক সহ মিজোরামে যাওয়ার অন্য সড়কসমূহ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে বলে চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও পত্রে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর আগে ২০২০ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে ২০২০ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত অসমে মিজোরামের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ করা হয়েছিল। সে সময় মিজোরামকে ভীষণ সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছিল। অভিযোগের ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়। মিজোরামের গৃহসচিব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে লেখা পত্রে আরও উল্লেখ করেছেন, মিজোরামের সঙ্গে যোগাযোগকারী একমাত্র কাটাখাল-ভৈরবী রেলপথ দিয়ে পণ্য সামগ্রী মিজোরামে পৌঁছে। কিন্তু এই একমাত্র রেলপথও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

অসমের হাইলাকান্দি জেলার মহম্মদপুর এবং রামনাথপুর রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রেলওয়ে ট্র্যাক উপড়ে ধ্বংস করার ফলে বর্তমানে মিজোরামের ভৈরবী রেল স্টেশনে কোনও ট্রেন যেতে পারছে না বলে পত্রটিতে লিখেছেন গৃহসচিব লালবিয়াকসাংগি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে লেখা পত্রে মিজোরামের গৃহসচিব এ-কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রেল এবং জাতীয় সড়ক যেহেতু কেন্দ্রের অধীনস্থ, তাই এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী লায়লাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত ১২ ঘন্টার বরাক বনধ, অচল দুই জেলা কাছাড় ও হাইলাকান্দি, স্বাভাবিক করিমগঞ্জ

শিলচর (অসম), ২৮ জুলাই (হি.স.) : গত সোমবার মিজোরাম সীমান্তবর্তী অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত ধলাই থানাধীন লায়লাপুরে সংগঠিত মিজো-হামলার প্রতিবাদে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ) আহূত ১২ ঘন্টার বরাক বনধের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে উপত্যকার তিন জেলার কাছাড় এবং হাইলাকান্দিতে। তবে করিমগঞ্জে বনধ-এর বিশেষ প্রভাব পড়েনি। আজকের বনধকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

সোমবার কাছাড় জেলার লায়লাপুরে মিজোরাম পুলিশের মদতে স্থানীয় বাসিন্দারা অসম পুলিশের ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়েছিল। এতে অসম পুলিশের ছয় জওয়ান সহ এক সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতরভাবে আহত হয়ে বর্তমানে মুম্বাইয়ে চিকিৎসাধীন কাছাড়ের পুলিশ সুপার আইপিএস বৈভব চন্দ্রকান্ত নিম্বালকর। এছাড়া সেদিনের হামলায় অন্ততপক্ষে ৭০ জন পুলিশ ও সাধারণ নাগরিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের শিলচর এবং গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

সেদিনের ঘটনার প্রতিবাদে গত দুদিন ধরে উত্তাল বরাক উপত্যকার তিন জেলা, বিশেষ করে কাছাড় এবং হাইলাকান্দি। মঙ্গলবার থেকে কাছাড়ের ধলাই ও কাবুগঞ্জে জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন স্থানীয় জনতা এবং বিভিন্ন সংগঠন। এছাড়া হাইলাকান্দির মহম্মদপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন স্থানে মিজোরামগামী রেলওয়ে ট্র্যাক উপড়ে ফেলে অনির্দিষ্টকালের রেল অবরোধ শুরু করেছেন ক্ষুব্ধ জনতা।

আজ সকাল পাঁচটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিডিএফ আহূত ১২ ঘণ্টার বরাক বনধকে সমর্থন জানিয়েছে আমরা বাঙ্গালি, রাইজর দল, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি, অসম জাতীয়তাবাদী যুব-ছাত্র পরিষদ সহ বেশ কয়েকটি দল ও সংগঠন। বনধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

কোভিড প্রটোকলের জন্য এমনিতে আন্তঃজেলা যানবাহন চলাচল বন্ধ। এর ওপর বনধের ফলে জেলাগুলির ভিতরেও কোনও গাড়িঘোড়া চলেনি বা দোকানপাটও খুলেনি। জানা গেছে, কাছাড় জেলা সদর শিলচর এবং হাইলাকান্দিতে বেশ কয়েকজন বনধ সমর্থককে আটক করেছে পুলিশ।

এদিকে হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত কাটাখালে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ সংগঠিত করেন বিডিএফ-এর সদস্যরা। পাশাপাশি অসম-মিজোরাম সীমান্ত-সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানান প্রতিবাদীরা। অন্যদিকে হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা।হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

দিল্লিতে সোনিয়ার বাসভবনে মমতা জোট নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.) : পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি বিরোধী জোটের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে বলে জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লক্ষ্য নিয়েই এ বার দিল্লিতে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে হাজির হলেন তৃণমূল নেত্রী। বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টেয় দু'জনের মধ্যে বৈঠক শুরু হওয়ার কথা। তাতে উপস্থিত থাকতে পারেন রাহুল গান্ধীও। সেখানে বিরোধী জোটে অন্তত মৌখিক সিলমোহর যাতে পড়ে, তা নিয়ে আশাবাদী বিজেপি বিরোধী শিবির।

তৃতীয় বারের জন্য বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর বুধবারই প্রথম সোনিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হলেন মমতা। তা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই দু'পক্ষের মধ্যে তৎপরতা চোখে পড়ছিল। এমনকি এই বৈঠকেই ২০২১-এর বিজেপি বিরোধী জোটে মৌখিক সিলমোহর পড়ে যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মমতার সমীকরণ আলোচনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে কি না, সেই আশঙ্কাও ছিল। তাই কমলের সঙ্গে মমতার সাক্ষাতের পর আশার আলো দেখেছিল বিজেপি বিরোধী শিবির। কারণ কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও কমলের মধ্যস্থতাতেই ২০০১ সালে তৃণমূল এবং কংগ্রেস জোট বেঁধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় লড়াই করতে নামে।

বিরোধী জোট গড়তে আলোচনায় প্রস্তুত বলে ২১-এর মঞ্চ থেকেই জাতীয় নেতা-নেত্রীদের বার্তা দিয়েছিলেন মমতা। তার পর সোমবার পাঁচ দিনের দিল্লি সফরে বেরিয়ে পড়েন তিনি। সোনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে মঙ্গলবার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কমল এবং আনন্দ শর্মার সঙ্গেও দফায় দফায় কথা হয় মমতার। সাউথ অ্যাভিনিউয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে গিয়ে মমতার সঙ্গে দেখা করেন কমলনাথ এবং আনন্দ। মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে বেরিয়ে, দু'জনেই জোট নিয়ে আশা প্রকাশ করেছিলেন।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বরা বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

দলাই লামার প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন বিদেশ সচিব ব্লিনকেন, বার্তা চিনকে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.) : বুধবার ভারত সফরে এসে তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামার প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করলেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিনকেন। চিন সরকারের শত্রু দলাই লামার সঙ্গে ব্লিনকেন দেখা করায় ওয়াশিংটনের ওপরে ক্ষুব্ধ হতে পারে বেজিং। পর্যবেক্ষকদের মতে, দলাই লামার প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসে চিনকে নির্দিষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছেন মার্কিন বিদেশ সচিব। চিন অবশ্য বিষয়টি নিয়ে এখনই মন্তব্য করেনি। দলাই লামার যে প্রতিনিধির সঙ্গে ব্লিনকেন বৈঠকে বসেছেন, তাঁর নাম নগোদুপ দোংচুং।

তিনি তিব্বতের প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মার্কিন বিদেশ সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। পাঁচের দশকে চিনের লাল ফৌজ তিব্বত দখল করে। ১৯৫৯ সালে দলাই লামা পালিয়ে আসেন ভারতে। গত নভেম্বরে তিব্বতের প্রবাসী সরকারের এক প্রতিনিধি হোয়াইট হাউসে যান। তার একমাস পরে আমেরিকা বলে, দলাই লামার উত্তরসূরী বেছে নেওয়ার অধিকার আছে তিব্বতীদের। তিব্বতের রাজধানী লাসায় মার্কিন দূতাবাস খোলারও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়।

এদিন ভারতের প্রশংসা করে ব্লিনকেন বলেন, "ভারতে যেভাবে মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষা করা হয়, আমেরিকা তার প্রশংসা করে। আমরা মনে করি, ভারতের স্বাধীন চিন্তাধারাসম্পন্ন নাগরিকরাই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেন।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা বিদেশ সচিব এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠকের আগে মার্কিন বিদেশ সচিব ভারতের নাগরিক সংগঠনগুলির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, "প্রগতির মাধ্যমেই ভারত ও আমেরিকায় গণতন্ত্রের উতপত্তি হয়েছে। আমি আগেই বলেছি, প্রগতির পথ মাঝে মাঝে কষ্টকর হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই পথেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়।" বুধবার সকালে সরকারিভাবে ভারত সফর শুরু করেন ব্লিনকেন। নাগরিক সংগঠনগুলির সঙ্গে দেখা করার পরে তিনি বৈঠকে বসেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে। প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠকে আফগানিস্তানে তালিবানের ততপরতা ও ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আপনি কি আম খেয়ে খোসা ফেলে দেন? তা হলে ভুল করছেন

খবর অনলাইন ডেস্ক: গ্রীষ্মকালের মরশুমি ফল হিসেবে আমের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তবে খাওয়ার পরে আমের খোসাগুলো কী করেন? আপনি কি তা আবর্জনায় ফেলে দিচ্ছেন? যদি তাই করেন, তবে এখনই বন্ধ করুন। আমের খোসা কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়।

আমের আচার পছন্দ করেন না, এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে আমের খোসা ব্যবহার করেও আচার তৈরি করতে পারেন। চেখে দেখার পর বোঝা যাবে, আমের খোসার আচার কতটা সুস্বাদু!

আমের খোসার সঙ্গে এর জন্য লাগবে পরিমাণ মতো গুড়, নুন, প্রয়োজনীয় কালো বিট লবণ, মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, আদা বাটা, সরষের তেল।

আমের খোসা ছাড়িয়ে এক ইঞ্চি আকারে কেটে ফেলুন। ট্রেতে রাখুন। নুন, বিট লবণ, হলুদ গুঁড়ো এবং কালো মরিচের গুঁড়ো খোসার সঙ্গে ভালো ভাবে মেখে নিন। মিশ্রিত এই আমের খোসা ঘণ্টাখানেক রোদে রাখুন।

শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা ভেজে গুঁড়ো করে নিন। কড়াইতে সামান্য তেল গরম করে আমের খোসাগুলো ছেড়ে দিন। মাঝারি আঁচে কয়েক মিনিট ভাজুন। কড়াইতে গুড় মিশিয়ে ভাল করে মেশান। খোসাগুলি কিছুটা নরম হয়ে যাওয়ার পরে ভাজা মশলা দিন। আধঘণ্টার মতো কড়াই ঢেকে রাখুন।

ঠান্ডা হয়ে এলে কড়া থেকে কাচের বোতলে রেখে দিন। আমের খোসা দিয়ে দেশি আচার তৈরি হয়ে যাবে এ ভাবেই। মনে রাখবেন, প্রথম তিন দিন কাচের বোতলটিকে প্রায় চার ঘণ্টা সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখতে হবে। পরে আপনি প্রতি সপ্তাহে দু'ঘণ্টা করে সূর্যের আলোতে রাখতে পারলেই যথেষ্ট।

ওটমিল পিনাট কুকিজ

খবরঅনলাইন ডেস্ক: ওট ও পিনাট বাটার খুবই স্বাস্থ্যকর খাবার। আর কুকিজ খেতে কম বেশি অনেকেই পছন্দ করেন। তাই আজ বানিয়ে ফেলা যাক ওট দিয়ে সুস্বাদু কুকিজ।

ওটস ৩/৪ কাপ, পিনাট বাটার ১/২ কাপ, ডিম ১টি, ময়দা ৩/৪ কাপ, মাখন গলানো আধ কাপ, ব্রাউন সুগার আধ কাপ, সাদা চিনি ১/৩ কাপ, ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট ১ চা চামচ, বেকিং সোডা ৩/৪ চা চামচ, নুন ১/৪ চা চামচ।

একটি বড়ো কাচের বাটিতে মাখন, চিনি ও পিনাট বাটার নিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। ফুলে উঠলে ডিম ও ভ্যানিলা এক্সট্রেক্ট মেশান।

এ বার ময়দা, বেকিং সোডা ও নুন দিয়ে অল্প ফেটান। এতে ওটস দিন। আবার ভালো করে মেশান। আগে ওভেন প্রি-হিট করে নিন ৩৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায়।

ডো থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে কুকির আকারে গোল গোল বানিয়ে ফেলুন।

এ বার একটি ট্রেতে কুকি শিট দিয়ে তার ওপর অল্প মাখন মাখিয়ে কুকিগুলো ২ ইঞ্চি ছেড়ে ছেড়ে বসান।

ট্রে ওভেনে দিয়ে ৮ থেকে ১০ মিনিট বেক করুন। হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে চা বা কফি যে কোনো কিছুর সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কোন সম্পর্ক ডেকে আনতে পারে মৃত্যু!

শারীরিক সম্পর্কের চূড়ান্ত তৃপ্তির মুহূর্তেই শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে অ্যালার্জি। সেই অ্যালার্জি মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। পুরুষের বীর্য নারীর, এমনকি সেই পুরুষের জন্যও ডেকে আনতে পারে বিপদ।

যৌনমিলনের পর, অনেকের যৌনাঙ্গে বা শরীরের অন্যান্য স্থানে অ্যালার্জি হয়। এই সমস্যাকে বহু বছর খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে যে, মিলনের পর অনেক নারী অ্যালার্জির কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি বীর্যপাতের পর নিজের বীর্যের কারণে অনেক পুরুষের শরীরেও দেখা দিচ্ছে অ্যালার্জি। এ ধরনের অ্যালার্জির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টও শুরু হতে পারে। যৌনমিলনের কারণে দেখা দেওয়া অ্যালার্জির কারণে হতে পারে মৃত্যুও।

১৯৫৮ সালে, অর্থাত ৫৮ বছর আগে নেদারল্যান্ডসের এক ডাক্তার প্রথম যৌনতার কারণে দেখা দেওয়া এই অ্যালার্জির কথা লিখিতভাবে উল্লেখ করেছিলেন। এতদিনেও কিন্তু গবেষণামুলক লেখালেখিতে এ ধরণের রোগীর উল্লেখ খুব একটা নেই।

যৌনমিলনের পর অ্যালার্জি দেখা দিলেও অনেকেই লজ্জায় ডাক্তারের কাছে যেতে চান না। এই প্রবণতা অবশ্য মেয়েদের মধ্যেই বেশি। অনেক সময় ডাক্তারের ভুলের কারণেও যৌনতাজনিত অ্যালার্জির কথা কেউ জানতে পারে না। ডাক্তার ধরে নেন, সাধারণ কোনও ইনফেকশন হয়েছে। সেই অনুযায়ীই চলে চিকিতসা।

একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি ১০ হাজারের মধ্যে অন্তত একজন নারী বা পুরুষ এ ধরনের অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হন।

পুরুষদের বীর্যে এমন অনেক উপাদান রয়েছে, যা থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌনতার পরের এই অ্যালার্জির জন্য দায়ি বীর্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপদান ''প্রোস্টেট-স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন'' বা পিএসএ। এই পিএসএ-র কারণে প্রোস্টেট ক্যানসারও হয়ে থাকে। অন্যদিকে যৌনমিলন এবং প্রজননেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পিএসও। ডিম্বানু আর শুক্রানুর মিলনও পিএসএ-র ওপর নির্ভরশীল।

অনেক সময় কুকুরের বীর্যের কারণেও মানুষের দেহে দেখা দিতে পারে এই অ্যালার্জি। কুকুর প্রস্রাব করার সময় অনেক সময়ই সেই প্রস্রাব ছিঁটে তার গায়ে লাগে। তখন প্রস্রাবের সঙ্গে বীর্যও লাগে শরীরে। পোশা কুকুরকে কেউ যখন আদর করেন সেই বীর্যের সংস্পর্শেও এসে যায় মানুষ।

এভাবে যৌনমিলন ছাড়াও হতে পারে বিপজ্জনক এই অ্যালার্জি। খাবারে অনেকেরই অ্যালার্জি থাকে। আর যৌনমিলনের সময় সেই খাবারের কারণেও কিন্তু হতে পারে অ্যালার্জি। ব্রাজিলে এক নারীর বাদামে অ্যালার্জি ছিল। তাই তার পার্টনার যৌনমিলনের আগে বাদাম খেলেও খুব ভালো করে ব্রাশ করে ভেবেছিলেন মুখে যেহেতু বাদামের কণাও নেই, সেহেতু মেয়েটির অ্যালার্জি হবে না। কিন্তু যৌনমিলনের পরই অ্যালার্জি শুরু হয়ে যায় মেয়েটির শরীরে। পুরুষদের অ্যালার্জির ধরণটা একটু অন্যরকম। যৌনমিলনের পর পুরুষদের সাধারণত খুব মাথাব্যথা হয়। কারো কারো কয়েকদিন খুব ক্লান্ত লাগে। কেউ কেউ আবার সপ্তাহ খানেক পর্যন্ত সর্দি-জ্বরে ভোগে। এমন অ্যালার্জি কয়েকবার হলে এক সময় মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। অনেকে তো তখন আর সেক্সই করতে চান না। তবে মনে রাখবেন, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যৌনমিলন এড়িয়ে চলা কোনেও সমাধান নয়। বরং যৌনমিলনে কনডম ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যারা সন্তান নিতে চান তাদের কী হবে? তাদের তো কনডম ব্যবহার করলে চলবে না! তাদের জন্য একমাত্র সহায় অ্যান্টিহিসটামিন। এই ওষুধ অ্যালার্জির কষ্ট অনেকটাই কমাতে সক্ষম।

দাড়িতে নারীর আকর্ষণ

ছাঁট যাই হোক দাড়ির প্রতি নারীর আকর্ষণের রহস্য বের করেছেন গবেষকরা।

এক সময় পুরো দাড়ি কামানো মসৃণ গালের কদর ছিল বেশ। যুগের হাওয়ায় এখন দাড়ি হয়েছে পুরুষের ফ্যাশনের অঙ্গ।

গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের দাড়ি দেখে নারীরা আকৃষ্ট হন ঠিকই তবে সেটা বিশেষ ধরনের ওপর নির্ভর করে।

'ইভোলুউশ অ্যান্ড হিউমেন বিহেইভিয়র' সাময়িকীতে প্রকাশিত ২০১৩ সালের এক গবেষণা থেকে পুরুষের কোন ধরনের দাড়ি নারীকে বেশি আকর্ষণ করে সে সম্পর্কে জানান যায়।

'ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস'য়ের 'ইভোলিউশন অ্যান্ড ইকোলজি রিসার্চ সেন্টার'য়ের গবেষকরা প্রায় ৪শ' জন নারীকে ১০ জন পুরুষের ছবি দেখিয়ে, তাদের মতে সেরা নির্বাচন করতে দেওয়া হয়। ছবিতে চার ধরনের মডেল ছিল- 'ক্লিন শেইভড', 'হালকা দাড়ি', 'ঘন দাড়ি' এবং 'সম্পূর্ণ দাড়ি'।

সমীক্ষা অনুযায়ী, নারীরা তুলনামূলক ঘন দাড়ির পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হালকা দাড়ির পুরুষেরা তুলনামূলক ভাবে কম আকর্ষণ করেছিল তাদের।

দেখা গেছে নারীরা হালকা দাড়ির পুরুষদের মাঝে সবচেয়ে কম আকর্ষণ খুঁজে পান।

যেসব পুরুষের দাড়ির বয়স ১০ দিন ছিল তাদের দেখে নারীরা বেশি আকর্ষিত হন। আর যাদের দাড়ির বয়স পাঁচ দিন ছিল তাদের প্রতি কম আকর্ষণ অনুভব করেন।

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বড় দাড়ি ও সম্পূর্ণ দাড়ি কামানো পুরুষেরা পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয়তে অবস্থান করেছিল।

গবেষকদের বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, "এমনও হতে পারে যে এই নেতিবাচক 'রেটিং' হালকা ও কেঁকড়ানো দাড়ির বিরুদ্ধে ছিল। আর অপেক্ষাকৃত ঘন ও মোটা দাড়ি রাখা পুরুষদের জন্য সহায়ক হতে পারে।"

সহজ ভাষায় বলা যায় হালকা ও কেঁকড়ানো দাড়ি নারীদের মাঝে মোহ সৃষ্টি করে না।

সাধারণত, বড় দাড়ির পুরুষদের দেখে অভিভাবকসুলভ অনুভূতি কাজ করে। সমীক্ষারে ফলাফলে সেরকমই দেখা গেছে।

মহিলারা প্রকৃতপক্ষে অভিভাবকীয় দক্ষতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দাড়িওয়ালা পুরুষদের সর্বোচ্চ রেটিং দিয়েছেন। এর কারণ হতে পারে পুরো দাড়িওয়ালা পুরুষদের মুখের চুলের অন্য ধরনের পুরুষদের চেয়ে স্বাস্থ্যকর এবং বেশি পুরুষালি বলে মনে হয়েছিল।

অন্যদিকে হালকা দাড়িওয়ালা পুরুষদের দেখে কম অভিভাবকীয় দক্ষতাসম্পন্ন এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকেও অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে হয়। পুরুষরাও নারীদের মতো বিচার করে

গবেষকরা একইভাবে ১৭৭ জন পুরুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন তারা সম্পূর্ণ দাড়ি ও ঘন দাড়ির পুরুষদেরকে বেশি আকর্ষণীয় বলে বিবেচনা করেন। আর দাড়ি কামানো পুরুষদের কম আকর্ষণীয় ও হালকা দাড়ির পুরুষদের সবচেয়ে কম আকর্ষণীয় বলে বিবেচনা করে থাকেন।

মাংস যেভাবে সংরক্ষণ করলে ভালো থাকবে বহুদিন

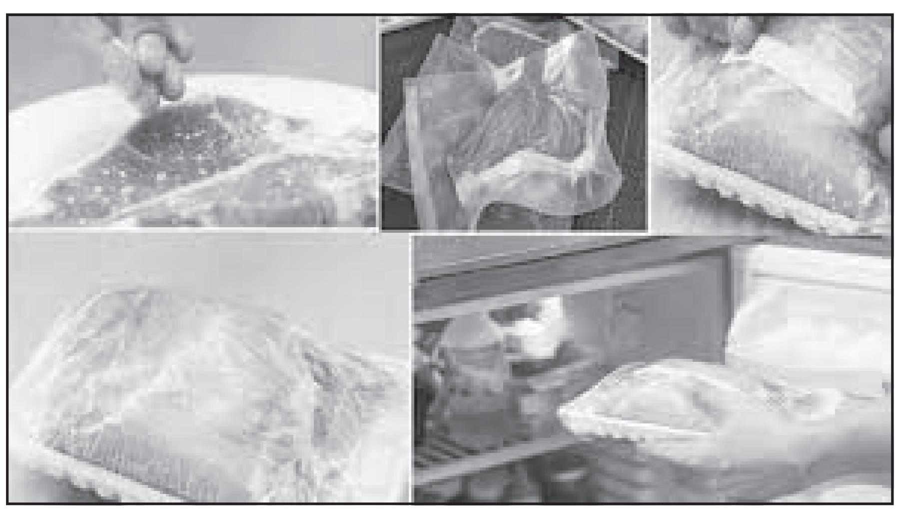

ফ্রিজ ছাড়াও মাংস সংরক্ষণের রয়েছে অনেক উপায়।

সাধারণ সময়ের চাইতে কোরবানির ঈদে প্রায় সবার বাড়িতেই অতিরিক্ত মাংস থাকে। আর সেগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য মাংস কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে তা জানা জরুরি।

এই বিষয়ে ডায়াবেটিক সমিতি (বাডাস)'য়ের পুষ্টিবিদ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার এবং বাংলাদেশ অ্যাকাডেমি অব ডায়াটিকস অ্যান্ড নিউট্রিশন (বিএডিএন)'য়ের নির্বাহী পরিচালক ডা. সাজেদা কাশেম জ্যোতী বলেন, "পুষ্টিগুণের কথা চিন্তা করলে কোরবানির মাংস এক মাসের মধ্যেই খেয়ে ফেলা উচিত। তবে তা সবার জন্য বাস্তবমুখী হয় না।"

"মাংস সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল তা জীবাণু মুক্ত রাখা, স্বাদ ও গুণগত মান যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা, পচন রোধ করা, খাদ্যবাহিত রোগ সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকা।"

এজন্য অবশ্যই কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- মাংস বেশিক্ষণ বাইরে রাখলে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ হতে পারে। তাই মাংস বাড়িতে আসার পর দ্রুত সেটা ভালোভাবে ধুয়ে, রক্ত পরিষ্কার করে রান্না করতে হবে। অথবা ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে।

- মাংস অবশ্যই প্লাস্টিকের ব্যাগে বা 'অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল'য়ে মুড়ে রাখতে হবে। এতে মাংসে বাতাস ঢুকবে না। ফলে ব্যাক্টেরিয়া জন্মানোর আশঙ্কা কমবে।

- ফ্রিজে সংরক্ষণ করা সম্ভব না হলে মাংস সঠিকভাবে জ্বাল দিয়ে রাখতে হবে। আর ছয় ঘণ্টা পরপর সেটা পুনরায় জ্বাল দিতে হবে।

- মাংস লম্বা টুকরা করে লবণ ও হলুদ মেখে রেখে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।

- চর্বিযুক্ত মাংস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই মাংস কাটার সময় চর্বি বাদ দেওয়াই ভালো। মাংসের ভেতরে যে চর্বি আছে সেটা গলাতে গরম পানিতে মাংস সিদ্ধ করে নিতে পারেন।

- রান্নার সময় মাংসের টুকরাগুলো ছোট করে কাটলে এবং মাংসে টক দই, লেবুর রস, সিরকা, পেঁপে বাটা দিয়ে মেখে রাখলে একদিকে যেমন কম সময়ে মাংস সিদ্ধ হয় তেমনি চর্বির ক্ষতিকর প্রভাব অনেকটাই কাটানো যায়।

রন্ধনশিল্পী ও গৃহিনী সাইমা সৈয়দ জানিয়েছেন ঘরে মাংস সংরক্ষণের পদ্ধতি। প্রথমেই ফ্রিজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। কারণ দীর্ঘদিন মাংস সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজ পরিষ্কার থাকা খুবই জরুরি। ফ্রিজে আগের মাছ ও মাংসের কারণে গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। - মাংস সংরক্ষণের আগে অবশ্যই ভালোভাবে রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ধোয়ার পর অতিরিক্ত পানি ঝরানোর জন্য বড় ঝুড়িতে রেখে দিন। মাংস থেকে পানি ঝরে গেলে পলিথিন বা প্লাস্টিকের প্যাকেটে রেখে - ভালোভাবে মুখ পেঁচিয়ে বা বন্ধ করে ফ্রিজে রাখতে হবে। - কোরবানির তিন থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত মাংস শক্ত থাকে। এই সময় মাংস ফ্রিজে না রাখাই ভালো। পরে খানিকটা নরম হলে মাংস সংরক্ষণ করতে হবে।

- ফ্রিজে সংরক্ষণের জন্য মোটা ও ভালো মানের পলিথিন বেছে নেওয়া উচিত। একেকটি মাংসের প্যাকেট রাখার সময় মাঝে মোটা কাগজের টুকরা দিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে একটি মাংসের প্যাকেটের সঙ্গে অন্য প্যাকেট আটকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে না।

- মাংস সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই নতুন ও পরিষ্কার প্যাকেট ব্যবহার করতে হবে। পুরানো বা আগের ব্যবহৃত পলিথিন ব্যবহার করলে মাংস গন্ধ হয়ে যেতে পারে।

- ফ্রিজে মাংস রাখার পর তাপমাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। এতে মাংস তাড়াতাড়ি জমবে।

মাংস সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজের আদর্শ তাপমাত্রা সম্পর্কে ডা. সাজেদা কাশেম জ্যোতী বলেন, "এক বছর পর্যন্ত মাংস সংরক্ষণ করতে চাইলে ফ্রিজের তাপমাত্রা থাকতে হবে মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে বাসাবাড়িতে থাকা ফ্রিজগুলোতে সাধারণত এতটা ঠাণ্ডা করার সুবিধা থাকে না।"

"সেক্ষেত্রে মাইনাস চার ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাংস রাখলে পাঁচ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে। মাংস রাখার পর ফ্রিজ যতটা সম্ভব কম খোলার চেষ্টা করতে হবে।"

ফ্রিজ না থাকলে সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে জানিয়েছেন উম্মাহ'স কিচেনের রন্ধনশিল্পী উম্মাহ মোস্তফা।

জ্বাল দিয়ে সংরক্ষণ: এই পদ্ধতিতে মাংস সংরক্ষণ করতে চাইলে প্রথমেই মাংস ভালো ভাবে ধুয়ে নিতে হবে। পরে এক কেজি মাংসের সঙ্গে এক কেজি চর্বি, পরিমাণ মতো হলুদ ও লবণ মাখিয়ে পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এই মাংস দিনে অন্তত দুবার জ্বাল দিলে এক থেকে দুই মাস পর্যন্ত মাংস ভালো থাকবে।

সিরকা বা ভিনিগারে ডুবিয়ে সংরক্ষণ: প্রথমেই দুতিন কেজি মাংসে ৪ টেবিল-চামচ বিট লবণ ও ৪ টেবিল-চামচ বাদামি চিনি মাখিয়ে নিতে হবে। পরে ১ লিটার সিরকা বা ভিনিগারে মাংস পুরোপুরি ডুবানো অবস্থায় ঢেকে রেখে দিন। তবে এক বছরেরর মধ্যেই এই মাংস খেয়ে ফেলতে হবে।

পেটের সমস্যা দূর করে এই উপকরণ

অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণ, তেল ও মশলাদার খাবার পেটের সমস্যা বৃদ্ধি করে। তাই পেটের সমস্যা দূর করতে লবঙ্গ খুই উপকারী।

এছাড়া স্ট্রেস, শরীরচর্চা না করা, মদ্যপান ইত্যাদি কারণে অম্বলের সমস্যা সৃষ্টি হয়। ওষুধপত্র সেবন করে এই সমস্যার থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

তবে এ সমস্যা দূর করার জন্য বেশ কিছু ঘরোয়া টোটকা রয়েছে। তার মধ্যে লবঙ্গ বেশ কার্যকর। আসুন জেনে নেওয়া যাক।

পেটের সমস্যা দূর করতে লবঙ্গ

ম্যাক্রোবায়োটিক নিউট্রিশনিস্ট এবং হেলথ কোচ শিল্পা আরোরার মতে, লবঙ্গ আমাদের হজম ক্ষমতা বাড়াতে এবং পুষ্টিদ্রব্য সংশ্লেষণে সাহায্য করে।

খাবারে লবঙ্গ যোগ করা হলে তা অম্বল হতে বাধা দেয়। সমপরিমাণ লবঙ্গ ও দারুচিনি খাবারে যোগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

স্যালাইভা প্রস্তুত করতে লবঙ্গ সাহায্য করে। ফলে আমাদের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সিদ্ধা বা আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে বুক জ্বালা দূর করতে লবঙ্গ চিবানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে লবঙ্গ ব্যবহার করবেন

দুই-তিনটে লবঙ্গ চিবাতে থাকুন। এর ফলে লবঙ্গের রস আপনার শরীরে প্রবেশ করবে এবং অম্বলের সমস্যা থেকে আপনি দ্রুত মুক্তি পাবেন। অম্বলের ফলে সৃষ্টি হওয়া মুখের দুর্গন্ধও দূর হয়।

লবঙ্গ খাওয়ার সহজ পদ্ধতি হল রান্নায় লবঙ্গের ব্যবহার। এর ফলে বিভিন্ন রকম পেটের সমস্যা দূর হয়। তবে দীর্ঘদিন অত্যাধিক অম্বলের সমস্যা হলে অবশ্যই চিকিতসকের পরামর্শ নেবেন।

ওজন কমানোর বাজে উপায়

কম খেয়ে বা নির্দিষ্ট কয়েকটি খাবার বাদ দেওয়া ওজন কমানোর স্বাস্থ্যকর পন্থা নয়।

ওজন কমাতে নানান রকম খাদ্যাভ্যাস যেমন- 'ফ্যাড ডায়েট', 'কুইক ফিক্স', 'ডেটক্স' ইত্যাদি কার্যকর। তবে কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল দেয় না।

ওজন কমাতে ও সুস্থ থাকতে চাইলে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে।

অনেক সময় ওজন কমাতে খাবার তালিকা থেকে বিভিন্ন খাবার বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ঠিক নয়।

'ডায়েট' এবং ওজন কমানোর যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে তা আসলে তেমন স্বাস্থ্যকর নয় সেই বিষয়ে আলোকপাত করেনে চিকিৎসার মাধ্যমে ওজন কমানোর বিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিদ এবং 'হাংরি ফর মোর'-এর লেখক ডা. এড্রিয়েন ইয়ুডিম।

ক্যালিফোর্নিয়ার এই চিকিৎসক 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "ওজন কমাতে কার্যকর 'ফ্যাড ডায়েট' ও অন্য দ্রুত সমাধানগুলো যে তথ্য দেয় তা ভুল। এখানে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলো সত্যভাবে উপস্থাপন করা হয় যা আমাদের সঠিক তথ্য থেকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।"

তিনি আরও বলেন, "তাছাড়া, অনেক সময় এখানে অতি নিয়ন্ত্রিত ও অবাস্তব প্রত্যাশা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যা কেবল নিজের মাঝে অপ্রাপ্তি ও অনুশোচনা সৃষ্টি করে।"

আনুষ্ঠানিকতা ভুলে নিজের প্রতি মনযোগ দেওয়া

সুস্থ থাকতে নিজের প্রতি মনোযোগ দিন। খাবার সম্পর্কে দেওয়া ভুল তথ্যের ওপর ভরসা না করে বরং স্বাস্থ্যকর খাবারের সঙ্গে সুসম্পর্কে বাড়ানো উচিত।

ইয়ুডিমের ভাষায়, "খাবারের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করুন। ক্ষুধা কি উপস্থাপন করে তা বোঝার চেষ্টা করুন। হয়ত একাকিত্ব, দুঃখিত বা হতাশা নুভব করছেন। নিজের প্রতি মনোযোগী না হলে নানারূপ আবেগিক অবস্থা দেখা দিতে পারে। আবেগের সঙ্গে নিজেকে পুষ্ট রাখতে এই তথ্যগুলো জানা প্রয়োজন।"

ইয়ুডিমের মতে, সুস্থ থাকতে পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি একটা 'সঠিক পরিবেশ' গড়ে তোলা প্রয়োজন যেন তা দৈনিক খাবার ও চলাফেরা মাধ্যমেও প্রভাবিত হয়। ফলে সুস্থ জীবন ধারা মেনে চলা অনেকটাই সহজ হবে।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে ও ওজন কমাতে ডা. এড্রিয়েন ইয়ুডিম নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করার পরামর্শ দেন।

রেফ্রিজারেটরে স্বাস্থ্যকর খাবার রাখা

সুস্বাস্থ্য অর্জনে সফল হতে রেফ্রিজারেটরে স্বাস্থ্যকর খাবার রাখা উপকারী। রেফ্রিজারেইটরে 'ফ্রোজেন' বা প্রক্রিজাত খাবার না রেখে পুষ্টিকর খাবার রাখা হলে ক্ষুধার সময় অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি কমে যায়।

দুপুরের ও স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করতে সময় নিন

স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করতে রান্নাঘরে সারাদিন সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই।

স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করা মানে এই নয় যে সারাদিন সময় ব্যয় করে রান্না করতে হবে। এমন অনেক খাবার আছে যা সহজেই রান্না করা যায়। এবং তা স্বাস্থ্যকরও বটে।

পর্যাপ্ত ঘুম

গবেষণায় দেখা গেছে অপর্যাপ্ত ঘুম ক্ষুধার হরমোনেকে বাড়িয়ে তোলে।

'দ্যা জার্নাল অব স্লিপ রিসার্চ'য়ে প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানা যায়, এক রাতের ঘুমের ঘাটতি 'গ্রেলিন' নামক ক্ষুধা বর্ধক হরমোনের মাত্রা বাড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্যা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল (সিডিসি)' অনুযায়ী, প্রাপ্ত বয়স্কদের সুস্থতার জন্য দৈনিক কমপক্ষে সাত ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন এবং এটা পরের দিনের ঘুম ঘুমভাবও কমায়।

নিজের প্রতি যত্নশীল হন

নিজের প্রতি যত্নশীল ও সহায় হওয়া উচিত। এটা একটা প্রক্রিয়া তবে নিজের প্রতি ভালোবাসা ও মনোযোগ থাকলে তা করা সম্ভব।

'সাইকোলজি টুডে' অনুযায়ী, ইতিবাচক মনোভাব অবচেতন মনোভাবের ওপর ফেলে। এর প্রভাব পড়ে বাহ্যিকভাবে যেমন- ওজন ও নিজের অবয়বের ওপর। 'ফ্যাড ডায়েট', 'কুইক ফিক্স', 'ডেটক্স' ইত্যাদি খাদ্যাভ্যাস ওজন কমায়। কিন্তু তা স্থায়ী নয়। তাছাড়া এভাবে চিকন হওয়া সামান্য নিয়ম ভঙ্গ করলে আর কাজে দেয় না।

স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া মানেই নিজের পছন্দের খাবারকে বাদ দেওয়া নয়।

পছন্দের খাবার পুষ্টিকর উপায়ে তৈরি করে খাওয়া শরীর ভালো রাখার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো রাখে বলে জানান, ইয়ুডিম।

বনমালীপুর মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে ফলের জুস খাওয়ানোর কর্মসূচি। ছবি ঃ নিজস্ব

মুকুল রায়ের দিল্লির বাড়ি খালি করতে চাপ বাড়াচ্ছে সংসদের আবাসন কমিটি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.) : সম্প্রতি মুকুল রায়ের দিল্লির বাড়ির সামনে থেকে সরেছে মোদী-অমিত শাহের ব্যানার। এখন সেখানে শোভা পাচ্ছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়বড় কাট-আউট। শুধু নেত্রীই নন, ১৮১, সাউথ অ্যাভিনিউয়ের বাইরের কাটআউটে জ্বলজ্বল করছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও। এই 'পরিবর্তন' প্রকাশ্যে আসতেই এবার সংসদ থেকে মুকুলের সেই বাড়ি খালি করার জন্য চাপ আসা শুরু করল।

এমনিতে মুকুল এই মুহূর্তে সংসদের কোনও কক্ষের সদস্য নন। তাই সংসদের তরফে তাঁর নামে কোনও বাড়ি বরাদ্দও করা হয়নি। বিজেপিতে থাকাকালীন ১৮১, সাউথ অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে তিনি থাকতেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তর গেস্ট অ্যাকমোডেশনে অর্থাৎ অতিথি হিসাবে। এবার এই বাড়ি থেকে দ্রুত তাঁর অতিথি সরিয়ে খালি করার নির্দেশ দিয়ে স্বপন দাশগুপ্তকে চিঠি দিল সংসদের আবাসন কমিটি। যদিও তৃণমূল হাত গুটিয়ে বসে নেই, তাঁরাও পালটা পদক্ষেপ করেছে। তৃণমূলের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে ১৮১, সাউথ অ্যাভিনিউয়ের যে বাড়িতে মুকুল থাকেন, সেটি রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনকে দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে শাসকদলের তরফে। যদিও তা গ্রাহ্য করা হবে কিনা সেটা এখনও অজানা। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে বিজেপিতে যোগদানের পর থেকে মুকুল রায়ের এই বাড়িটির সামনে শোভা পেত মোদী-অমিত শাহের ছবি। কিন্তু মুকুলবাবু ২০২১-এ বাংলার বিধানসভা ভোট মেটার পর তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অন্তত তৃণমূল ভবনে গিয়ে দলের উত্তরীয় গলায় জড়াতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। যদিও খাতায় কলমে এখনও তিনি বিজেপির টিকিটে জিতে আসা বিধায়ক। এরপরেই তাঁর দিল্লির বাড়িতে মোদি-শাহদের ছবি সরিয়ে মমতার ছবি লাগানো হয়েছিল। তারপরই তাঁর বাড়ি ফাঁকা করার নোটিস পাঠানো হয়েছে।

অসম : উকাপাস্বশাসিত পরিষদের মর্যাদা রক্ষা করতে ড্যানিয়েলকে আহ্বান হাফলঙের বিধায়ক নন্দিতার

হাফলং (অসম), ২৮ জুলাই (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের গরিমা ও মর্যাদা রক্ষা করে রাজনীতি করার জন্য পার্বত্য পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসাকে আহ্বান জানালেন হাফলঙের বিধায়ক তথা পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য নন্দিতা গারলোসা। মঙ্গলবার ছিল পার্বত্য পরিষদের সাধারণ অধিবেশন। কিন্তু পরিষদের এই সাধারণ অধিবেশনের একদিন আগেই সোমবার পরিষদের সদনে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর জনসমক্ষে নিয়ে আসেন বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিযোগ উত্থাপন করেন বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এতে পার্বত্য পরিষদের মর্যাদাহানি হয়। নন্দিতা গারলোসা বলেন, তিন মাস পর পর পরিষদের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অধিবেশনে বিরোধী সদস্য হিসেবে সরকারের সমালোচনা করার অধিকার নিশ্চয় রয়েছে ড্যানিয়েল লাংথাসার। কিন্তু এভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ফেসবুক লাইভে প্রকাশ্য স্থানে চিৎকার করে কোনও লাভ নেই। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা পার্বত্য পরিষদের কাজকর্মের সমালোচনা করে বলেছিলেন, জেলার বিদ্যালয়গুলিতে পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ সঠিক ভাবে হয়নি। এমন-কি এই প্রকল্প নিয়ে তাঁকে উৎকোচ দেওয়া হয় বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় তুলে ফেসবুক লাইভ করে এই উৎকোচের অর্থ বাজারে বিলিয়ে দেন। বিধায়ক বলেন, কোনও বিভাগে যদি দুর্নীতি হয় তা-হলে অবশ্যই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই এ-নিয়ে প্রকাশ্যে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চিৎকার না করে উৎকোচ প্রদানকারী ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে নিয়ে আসার আহ্বান জানান বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য স্যামুয়েল সাংসন, রতন জারামবুসা, পাউদামিং রিয়ামে, নম্রথাং মার প্রমুখ।

অসমে ''পুলিশ কমিশন'' ও পাঁচটি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠন, জনসংযোগ বিভাগের নয়া নাম ''আইপিআরপিএ' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রস্তাবে অনুমোদন মন্ত্রিসভায়

গুয়াহাটি, ২৮ জুলাই (হি.স.) : অসম পুলিশকে আরও মজবুত করতে ''পুলিশ কমিশন'' গঠন করা হবে। এছাড়া গঠিত হবে আরও পাঁচটি নতুন ব্যাটালিয়ন। আজ রাজ্য ক্যাবিনেট বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।

আজ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক তথা দশম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজকের বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অসমে পুলিশি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে গঠন করা হবে পুলিশ কমিশন। তিন মাসের জন্য গঠন হবে এই কমিশন। প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশন গঠিত হবে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস হিমাংশুশেখর দাস এবং অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস পিভি সুমন্তকে নিয়ে। দুজনকে মুখ্যসচিব পদমর্যাদা দেওয়া হবে।

এছাড়া অন্য যে সকল সিদ্ধান্ত আজকের ক্যাবিনেটে নেওয়া হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে

গঠন করা হবে নতুন পাঁচটি ব্যাটালিয়ন। পাঁচটি ব্যাটালিয়নে ৬,২৭০ জনকে নিয়োগ করা হবে। এছাড়া প্রিন্টিং ও স্টেশনারি বিভাগকে জনসংযোগ বিভাগের সঙ্গে শামিল করে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ''ইনফরমেশন, পাবলিক রিলেশন প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি'' (আইপিআরপিএ)। অন্যদিকে পাবলিক এন্টারপ্রাইজেজ বিভাগকে উদ্যোগ বিভাগের সঙ্গে শামিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাবিনেট।

এভাবে পাসপোর্ট বিভাগ শামিল হয়ে যাবে গৃহবিভাগে। ক্রীড়া পেনশন ৮,০০০ টাকা থকে ১০ হাজারে বাড়ানো, অভিরুচি দিবসে পদকপ্রাপ্তদের পেনশন দেওয়া হবে। এই পেনশন পাবেন মোট ২৫০ জন। এছাড়া অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমসে পদকপ্রাপ্তদের গ্রেড ওয়ান পদে নিয়োগ করা হবে। তাছাড়া নতুন স্বশাসিত পরিষদে বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রীসভা।

অসম : ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এ সায় নেই করিমগঞ্জের, জনজীবন ছিল স্বাভাবিক

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ জুলাই (হি.স.) : বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ) আহূত ১২ ঘণ্টার বরাক বনধের কোনও প্রভাব পড়েনি করিমগঞ্জ জেলায়। জেলার সর্বত্র জনজীবন স্বাভাবিক ছিল। জেলা সদর সহ প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় যানবাহনও যথারীতি চলাচল করেছে। আজকের ১২ ঘণ্টার বরাক বনধকে করমগঞ্জ জেলার সাধারণ জনগণ মেনে নিতে পারেননি, এই বাস্তব চিত্রটাই আজ প্রকট হয়ে উঠেছে।

এদিকে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য আজকের বনধকে সম্পূর্ণ অনৈতিক ও যুক্তিহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এমনিতেই করোনা অতিমারির কবল পড়ে দীর্ঘদিন থেকে আংশিক লকডাউন চলছে। এতে কর্মসংস্থান হারিয়ে সাধারণ জনগণ চরম আর্থিক সঙ্কটে ভুগছেন। ছোট, বড়, মাঝারি, সকল শ্রেণির ব্যবসায়ীরাও আর্থিক মান্দায় জর্জরিত হয়ে আছেন। এমন এক সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে বনধ-এর আহ্বান করা মোটেও সমীচীন হয়নি বলে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

মিজো দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে শহিদ পুলিশ কর্মীদের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়া সহ তাঁদের নিকট-আত্মীয়দের এককালীন ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে ঘটনায় আহতদের এক লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের নিশ্চয়তা প্রদান করা সহ, রাজ্যের এক ইঞ্চি জমি না ছাড়ার হুঙ্কার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ঘটনার পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘটনাস্থল লায়লাপুর পরিদর্শন সহ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত পুলিশ কর্মীদের খোঁজখবর নিতে ছুঁটে এসেছেন। মাতৃভূমি রক্ষার্থে শহিদ পুলিশ কর্মীদের বীরোচিত সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সীমা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য তিনি সচেষ্ট হবেন বলেও মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা কথা দিয়েছেন। এত সবের পরও বনধ আহ্বানের কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না। অনৈতিক ও যুক্তিহীন এই বনধ-এ সাধারণ জনগণেরও কোনও সমর্থন ছিল না বলেও দাবি করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

সুব্রত বলেন, বর্তমান এই কঠিন পরিস্থিতিতে বনধ না ডেকে অন্য পন্থা অবলম্বন করে বিরোধ প্রদর্শন করা যেত। বনধকে সফল করে তুলতে সংগঠনের কোনও কর্মীকে জেলার কোথাও ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও দেখা যায়নি। বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের কোনও পিকেটারকে দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এতেই প্রমাণিত, এই জেলায় প্রদীপ দত্তরায়ের এই দলের তৃণমূল স্তরে কোনও ভিত্তি নেই। জেলা সদর সহ বদরপুর, ভাঙ্গা, ফকিরাবাজার, নিলামবাজার, বারইগ্রাম, আসিমগঞ্জ, পাথারকান্দি, লোয়াইরপোয়া, বাজারিছড়া, আনিপুর, রামকৃষ্ণনগর, দুল্লভছড়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে দোকানপাট, হাটবাজার যথারীতি খোলা ছিল। প্রতিদিনের মতো আজও মানুষ স্বাভাবিকভাব কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলেন। দূরপাল্লার লরি ছাড়া জেলার সর্বত্র যানবাহনের চলাচলও স্বাভাবিক ছিল আজ।

ভারতে ৪৬.০৯-কোটির ঊর্ধে কোভিড-টেস্ট, ফের বাড়ল রোগীর সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.): ভারতে ৪৬.০৯-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৭,৩৬,৮৫৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৬,০৯,০০,৯৭৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৩৬,৮৫৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ হাজার ৬৫৪ জন।

ভারতে ফের অনেকটাই বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৩৩৬ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৯৯,৪৩৬ জন (১.২৭ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,৬৭৮ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৪,২২,০২২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬৪০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,০৬,৬৩,১৪৭ জন (৯৭.৩৯ শতাংশ)। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দিল্লির নয়া পুলিশ কমিশনার রাকেশ আস্থানা, দায়িত্ব নিলেন এই আইপিএস অফিসার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.): দিল্লির নতুন পুলিশ কমিশনার হলেন সিবিআইয়ের প্রাক্তন স্পেশাল ডিরেক্টর রাকেশ আস্থানা। আগামী ৩১ জুলাই অবসর নেওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার আগেই মঙ্গলবার চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে আস্থানাকে দিল্লি পুলিশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বুধবারই দিল্লির পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন আইপিএস অফিসার রাকেশ আস্থানা। গুজরাট ক্যাডারের আইপিএস আস্থানাকে সিবিআইয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল এনডিএ সরকার আসার পরেই। তৎকালীন সিবিআই ডিরেক্টর অলোক বর্মার সঙ্গে আস্থানার সংঘাত চরমে পৌঁছেছিল। ২০১৮ সালে আস্থানাকে সিবিআইয়ের থেকে সরিয়ে বিমান পরিবহণের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তিনি বিএসএফের ডিজি-র দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। এবার দিল্লির পুলিশ কমিশনার হলেন রাকেশ আস্থানা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পর্নোগ্রোফি মামলা : মুম্বইয়ের আদালতে রাজ ও রায়ানের জামিন-আর্জি খারিজ

মুম্বই, ২৮ জুলাই (হি.স.): স্বস্তি পেলেন-না পর্নোগ্রোফি মামলায় ধৃত অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রা। বুধবার রাজ কুন্দ্রার জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালত। একইসঙ্গে পর্নোগ্রোফি মামলায় ধৃত রায়ান থর্পের জামিন-আর্জিও খারিজ করে দিয়েছে আদালত। এর আগে মঙ্গলবারই ১৪-দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে রাজ কুন্দ্রা ও রায়ান থর্পে-কে।

ওই দিনই মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালতে জামিনের আবেদন জানান রাজ ও রায়ানের আইনজীবী। কিন্তু, বুধবার উভয়ের জামিন-আর্জি খারিজ করে দিয়েছে মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালত। গত ১৯ জুলাই পর্ন ছবি-কাণ্ডে গ্রেফতার হন শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রা। গ্রেফতার করা হয় তাঁর সহযোগী রায়ান থর্প-কেও। মঙ্গলবারই মুম্বইয়ের আদালত রাজ ও রায়ানকে ১৪-দিনের জন্য জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

আন্ধেরিতে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান চার-তলা বহুতল, রক্ষা পেলেন ৫ জন

মুম্বই, ২৮ জুলাই (হি.স.): মুম্বইয়ের আন্ধেরি এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি চার-তলা বহুতল। বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ৫ জন। তাঁদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ আন্ধেরির জুহু গাল্লি এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি চার-তলা বহুতল।

ধ্বংসস্তুপের নীচে চাপা পড়ে যান ৫ জন। দমকল কর্মী ও পুলিশের তৎপরতায় ৫ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কুপার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্মীয়মান বহুতলটি কেন ভেঙে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার জেরে ওই বিল্ডিংয়ের পার্শবর্তী বিল্ডিংয়ের বাসিন্দারা আতঙ্কিত। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মুদ্রাস্ফীতি, পেগাসাস ও কৃষক সমস্যা নিয়ে কোনও সমঝোতা নয় : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.): মুদ্রাস্ফীতি, পেগাসাস ও কৃষক সমস্যা নিয়ে কোনও রকম সমঝোতা করতে চাই না। জানিয়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল জানিয়ে দিলেন, এই সমস্ত বিষয়ে আমরা সংসদে আলোচনা চাই। সংসদের উভয়কক্ষে আগামী দিনে কী ভূমিকা নেবে বিরোধীরা, এই সমস্ত বিষয়ে বুধবার সকালে সংসদে বৈঠকে করেন বিরোধীরা। রাহুল গান্ধী ছাড়াও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, সঞ্জয় রাউত, সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ।

বিরোধী নেতাদের বৈঠকে রাহুল গান্ধী বলেন, বিরোধীরা না-কি সংসদ চলতে দিচ্ছে না, এই বলে বিরোধীদের অপমান করছে সরকার। অথচ আমরা নাগরিক, কৃষক ও দেশের সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয় উত্থাপন করছি। বিরোধী নেতারা রাহুলের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। রাহুল এদিন জানান, মুদ্রাস্ফীতি, পেগাসাস ও কৃষক সমস্যা নিয়ে কোনও রকম সমঝোতা করতে চাই না আমরা। এই সমস্ত বিষয়ে আমরা সংসদে আলোচনা চাই। এদিকে, পেগাসাস, কৃষি বিল-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের শোরগোলের জেরে বুধবারও অশান্ত হল সংসদের উভয়কক্ষ। রাজ্যসভার অধিবেশন প্রথমে দুপুর বারোটা এবং পরে দুপুর দু''টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় ও লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয় দুপুর দু''টো পর্যন্ত। এদিন লোকসভাতে ''খেলা হবে'' স্লোগানও দিতে থাকেন তৃণমূল সাংসদরা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ডেল্টার দাপটে আমেরিকায় ফিরল মাস্ক পরার নিয়ম

ওয়াশিংটন, ২৮ জুলাই (হি. স.) : করোনা টিকাপ্রাপ্তদের বিনা মাস্কেই ঘোরাফেরার অনুমতি দিয়েছিল বাইডেন প্রশাসন। কিন্তু ডেল্টার দাপটে বদলে গিয়েছে সম্পূর্ণ চিত্র। শীর্ষ স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানান, যাদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তারা করোনা টিকা নেওয়ার পরও আবদ্ধ জায়গায় মাস্ক পরা শুরু করুন।

মঙ্গলবারই সিডিসির ডিরেক্টর রোচেল ওয়ালেনস্কি একটি সাংবাদিক বৈঠক করে মাস্ক পরার অনুরোধ জানান। তিনি জানান, টিকা দারুণ কার্যকারিতা দেখালেও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের কারণে টিকাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এই ঘোষণার পরই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, "এই ঘোষণা বোঝাচ্ছে যে টিকাকরণে আরও ভাল কাজ করতে হবে দেশকে।" তিনি এও জানান যে, ২০ লক্ষ ফেডেরাল কর্মীদের বাধ্যতামূলক টিকাকরণের কাজও শুরু হয়েছে। আগামিদিনে যখন স্কুল খুলবে, সেকানেও পড়ুয়া, শিক্ষকদের মাস্ক পরার নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে বলেই জানিয়েছে সিডিসি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

গণতন্ত্রই প্রগতির চিহ্ন, ভারতের সঙ্গে বৈঠকের পরে বললেন মার্কিন বিদেশ সচিব

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : ''গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য দুই বৃহত্তম গণতন্ত্রের আরও উদ্যোগ নেওয়া উচিত।'' বুধবার এমনই মন্তব্য করলেন ভারত সফরে আসা মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিনকেন। তাঁর কথায়, ''দুই দেশের মধ্যে মূল্যবোধের অনেক মিল আছে। উভয় দেশই স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতিতে বিশ্বাস করে। আমাদের উচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করা। কৌশলগত ও অর্থনৈতিক বন্ধন দৃঢ়তর করার পাশাপাশি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করাই ভারত ও আমেরিকার বন্ধুত্বের মূল লক্ষ্য।''

ভারতের প্রশংসা করে ব্লিনকেন বলেন, ''ভারতে যেভাবে মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষা করা হয়, আমেরিকা তার প্রশংসা করে। আমরা মনে করি, ভারতের স্বাধীন চিন্তাধারাসম্পন্ন নাগরিকরাই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেন।'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা বিদেশ সচিব এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠকের আগে মার্কিন বিদেশ সচিব ভারতের নাগরিক সংগঠনগুলির সঙ্গে দেখা করেন। এদিন সকালে সরকারিভাবে ভারত সফর শুরু করেন ব্লিনকেন। নাগরিক সংগঠনগুলির সঙ্গে দেখা করার পরে তিনি বৈঠকে বসেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে। প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠকে আফগানিস্তানে তালিবানের তৎপরতা ও ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। এরপরে ব্লিনকেন বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে। পরে মার্কিন বিদেশ সচিব বলেন, ''ভারত ও আমেরিকা এখন যৌথভাবে নানা বৃহত্তর সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা রাখে।'' জয়শংকর পরে টুইট করে বলেন, ''ব্লিনকেনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী দিনে ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কোন পথে এগোবে, তারও একটা রূপরেখা আমরা স্থির করেছি।'' এদিনই সন্ধ্যায় কুয়েতের উদ্দেশে উড়ে যাবেন ব্লিনকেন। তার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও দেখা করবেন। মার্কিন বিদেশ সচিবের ভারত সফরের আগে শোনা গিয়েছিল, তিনি ভারতের নেতাদের কাছে মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি তুলবেন। ভারতে মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার বিরূপ মন্তব্য করেছে আমেরিকা।

মার্কিন বিদেশ সচিবের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর বাইডেনের প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.) : বুধবার বিকেলে মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি বিলঙ্কেনের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর আগে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় মার্কিন বিদেশ সচিবের। আফগানিস্তান নিয়ে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই মঙ্গলবার ভারতে এসেছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় বৈঠকের প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লেখেন, "মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভাল লাগল। ভারত-মার্কিন কৌশলী অংশীদারি বজায় রাখতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। দুই দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিহিত রয়েছে এর মধ্যে। বৈশ্বিক কল্যাণ্যের জন্যও এটি শুভ।"

উল্লেখ্য, মার্কিন বিদেশ সচিব পদে বসার পর এটাই বিলঙ্কেনের প্রথম ভারত সফর। বিশেষ করে আফগানিস্তান নিয়ে নয়াদিল্লি ও মস্কোর কুটনৈতিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। এদিকে, নয়াদিল্লিতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর জোর দেন ব্লিঙ্কেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ব্লিঙ্কেন বলেন, "ভারত ও আমেরিকার জনগণ মানবিক মূল্যবোধ, আইনের শাসন, ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।"

রাজ্যসভায় হার নিশ্চিত জেনে প্রার্থী দেওয়া থেকে বিরত থাকছে বিজেপি, দলেই ধন্দ

কলকাতা, ২৮ জুলাই (হি. স.) : আগামী ৯ অগাস্ট রাজ্যসভার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে। এর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত। কিন্তু বিজেপি-র প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই বলেই সূত্রের খবর। এর ফলে বিজেপি-র বিভিন্ন স্তরে প্রশ্ন এবং হতাশা দেখা দিয়েছে। কারও কারও বক্তব্য, লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে দেওয়া মানে খুব লজ্জার বিষয়। জেতার সম্ভাবনা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই দলের কার্যকর্তাদের মনোবল বাড়াত। আবার দলেরই অপর পক্ষের বক্তব্য, বিধানসভা নির্বাচনের পর এই মুহূর্তে দলের অবস্থা বেহাল। বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে বিজেপি-র জয় অসম্ভব। তার উপর কোনও ভাবে যদি দলের কোনও বিধায়ক তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিয়ে দেন, তাহলে আরও বড় বিড়ম্বনায় পড়তে হবে বিজেপি নেতৃত্বকে। তাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই জহর সরকার রাজ্যসভায় পৌঁছন কি না, সেটাই এখন দেখার। রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য বুধবার বিধানসভায় গিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী জহর সরকার। কয়েকদিন আগেই তাঁর নাম ঘোষণা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। হওয়ার কথা। কিন্তু আদৌ জহর সরকারকে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হয় কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। দীনেশ ত্রিবেদী রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়ায় এ রাজ্য থেকে একটি আসন ফাঁকা রয়েছে। সেই আসনেই ভোট গ্রহণ হবে। মুকুল রায়, যশবন্ত সিনহার মতো হেভিওয়েট নেতাদের নাম চর্চায় থাকলেও জহর সরকারকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ফোন করে প্রাক্তন আইএএস অফিসারকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বরাবর বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহদের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত জহর সরকার সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও দাবি করেছেন, মোদী বিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখতেই তৃণমূলের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে রাজ্য বিধানসভার যা সমীকরণ, তাতে জহর সরকারের জয় কার্যত নিশ্চিত।

বিলোনীয়ায় দক্ষিণ জেলাভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া,২৮ জুলাই।। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা অনুষ্ঠান গতকাল বিলোনীয়ার কলেজ স্কোয়ারস্থিত অগিবীণা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত বলেন গুরু পূর্ণিমা হল গুরুদের সম্মান জানানোর অনুষ্ঠান। এই উৎসব আমাদের মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। যা আগামী প্রজম্মকে সঠিক পথে চলার দিশা দেখায়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, জেলা প'ায়েত আধিকারিক পার্থ দাস, জেলা সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্যা রীমা পাল। অনুষ্ঠানের অতিথিগণ গুরু পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রিপণ চাকমা। গুরুপূর্ণিমা অনুষ্ঠানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য লক্ষন মালাকার এবং সাংস্ক'তিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মনোজ কান্তি সরকারকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় সংক্ষিপ্ত সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান। কোভিড গাইড লাইন মেনে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকগুলির আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। রাজ্যের অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকগুলির আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকগুলির জন্য চালু হয়েছে ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লক কর্মসূচি। রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ১২টি ব্লককে অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লক হিসেবে চিহ্নিত করে ২০১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। এই ১২টি ব্লকের পরিকাঠামো ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ চলছে। ব্লকগুলির পরিকাঠামোগত বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সঠিক নজরদারির মাধ্যমে অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকগুলিতে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর। গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর হচ্ছে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের নোডাল এজেন্সি। গত জন মাসে সচিবালয়ে মুখ্য সচিবের নেত'ত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকগুলির কাজকর্ম পর্যালোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক'ষি ও উদ্যান চাষ, মৎস্য, প্রাণীপালন, প'ায়েত সহ গ্রাম উন্নয়ন, পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধি ও গ্রামীণ বিদ্যুতায়ণ, সমাজকল্যাণ ও পুষ্টি এবং তথ্য প্রযুক্তি এই নয়টি মুখ্য ক্ষেত্রের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে এই পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সম্পতি সচিবালয়ে এক বৈঠকে মুখ্য সচিব ও বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের উপস্থিতিতে অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লক কর্মসূচির পর্যালোচনা করেছেন। অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকগুলিতে ৯টি ক্ষেত্রের সাফল্যের সূচকের উপর ভিত্তি করে অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকগুলির ডেল্টা র‍্যাংকিং তৈরী করা হয়েছে। এতে সাফল্যের শীর্ষে রয়েছে রূপাইছড়ি ব্লক। তারপর যথাক্রমে রয়েছে শিলাছড়ি, করবুক, তুলাশিখর, অম্পি, ডম্বরনগর, ছামনু এবং গঙ্গানগর ব্লক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

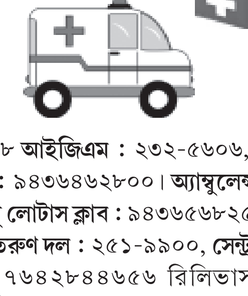

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোমতী জিলা পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ জুলাই।। গোমতী জিলা পরিষদের এক সাধারণ সভা গতকাল জিলা পরিষদের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় সহকারি সভাধিপতি দেবল দেবরায়, জেলাশাসক ও সমাহর্তা র‍্যাভেল হেমেন্দ্র কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অরুণ কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা পঙ্কজ চক্রবর্তী, জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা পঙ্কজ চক্রবর্তী জানান, এবছর গমতী জেলায় এমজিএনরেগায় শ্রমদিবস সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৭ লক্ষ ৬৪ হাজার। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরও প্রায় ২২ হাজার ৫০০টি গৃহ বরাদ্দ করা হয়েছে। সভায় ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এবছর ১,৯২১ জন ক'ষকের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ২,৯৭০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এতে ক'ষকদের একাউন্টে সরাসরি ৫৫৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ২,২০৬ জন ক'ষকের কাছ থেকে ৩,৭৮৭ মেট্রিক টন বোরো ধান ক্রয় করা হয়েছে। এতে ৭০৭ লক্ষ টাকা ক'ষকদের একাউন্টে প্রদান করা হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৩০ জন ক'ষককে ১৩ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এবছর জেলায় ৬,৭০০ হেক্টর জমিতে শ্রীপদ্ধতিতে আমন ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনার আওতায় জেলার ৩২,২৫৫টি পরিবারকে ফুলচাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সভায় তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী পুপ উদ্যান প্রকল্পে জেলার ১,৫০০ জন ফুলচাষিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, গোমতী জেলায় ৩৩টি প্রকল্পে সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন ৪৩,৩৭৩ জন। প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনার আওতায় এখন পর্যন্ত জেলার ১০,৯৮৯ জন গর্ভবতী মায়েদের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বন দপ্তরের প্রতিনিধি জানান গোমতী জেলায় ২৬৫ হেক্টর জমিতে এখন পর্যন্ত মিশ্র বনায়ণ করা হয়েছে। জেলার ৫৫ হেক্টর জমিতে এগ্রো ফরেষ্ট্রি করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে জেলার ৭৮৬ হেক্টর জমিতে ব্যাম্ব প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় বনদপ্তর থেকে ২০,৭৬৯ টি পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। অমরপুর পূর্তদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, যতনবাড়ি মন্দিরঘাট ভায়া তীর্থমুখ রাস্তার টেণ্ডার হয়েছে। এই রাস্তা তৈরী করতে ব্যয় হবে ৫০ কোটি টাকার উপর। এছাড়া অমরপুর-ছবিমুড়া রাস্তার কাজ চলছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলায় ডিপ টিউবওয়েল চালু রয়েছে ৬৮৪টি। আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট চালু রয়েছে ১৫২টি। তাছাড়াও সভায় মৎস্য, বন, বিদ্যালয় শিক্ষা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকগণ আলোচনায় অংশ নেন।

উচ্চমাধ্যমিকে রেজাল্ট বিতর্ক-বিক্ষোভের মধ্যেই ৩৭ জন স্কুল পরিদর্শককে বদলি

কলকাতা, ২৮ জুলাই (হি.স.) : উচ্চমাধ্যমিকে অকৃতকার্য পড়ুয়াদের বিক্ষোভ-অবরোধের ঝড় বইছে রাজ্যে। এই ক্ষোভ প্রশমনে ততপর হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। স্কুলগুলিকে নির্দেশিকাও পাঠানো হয়েছে সংসদের তরফে। এমন টালমাটাল পরিস্থিতিতে ৩৭ জন জেলা স্কুল পরিদর্শককে বদলি করল রাজ্য স্কুল দফতর।

উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট নিয়ে এমনিও বিতর্ক তুঙ্গে, তার মধ্যে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে আগামী সপ্তাহ থেকে, এমন অবস্থায় স্কুল পরিদর্শকদের বদলির কী কারণ, সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, একই দিনে জেলা স্কুল পরিদর্শক, স্কুল পরিদর্শক, সহকারী জেলা স্কুল পরিদর্শক পদের ৩৭ জন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। কী কারণে এই রদবদল তা স্পষ্ট করেনি শিক্ষা দফতর। শুধু জানানো হয়েছে, রুটিন বদলির প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সব পরীক্ষার্থী পাশ করলেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় ৩ শতাংশ পড়ুয়া ফেল করেছে। করোনা পরিস্থিতিতে পরীক্ষা বাতিল হয়ে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ভিত্তিতে ফলাফল প্রকাশিত হয়। অনেকে প্রত্যাশিত নম্বরও পাননি বলে অভিযোগ। যার জেরে রাজ্যের একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে অসন্তুষ্ট ছাত্রছাত্রীরা। উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল নিয়ে বিক্ষোভের জেরে নবান্নে সংসদের সভানেত্রী মহুয়া দাসকেও তলব করা হয়েছে। নির্দেশিকা জারি করে সংসদ জানায়, উচ্চ মাধ্যমিকে অকৃতকার্য ও নম্বর নিয়ে অসন্তুষ্ট পড়ুয়াদের অভিযোগ শুনতে হবে স্কুলগুলিকে। আগামী ২৯ জুলাই এ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দফতরে ডাকা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টার মাঝেই আচমকা ডিআই ও এডিআই-দের বদলি ঘিরে ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে। এমনিও একাদশে ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধার ভিত্তিতেই স্নাতক-স্নাতকোত্তরে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে উচ্চশিক্ষা দফতর। আগামী ২ অগস্ট থেকে স্নাতকে ভর্তির পোর্টাল চালু হবে। স্কুল পরিদর্শকরা শিক্ষা দফতরেরই প্রতিনিধি। কাজেই এই সময় এমন রদবদল কেন করা হচ্ছে সে নিয়ে স্বভাবতই নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে। উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল নিয়ে বিভ্রান্তি ও বিক্ষোভের সঙ্গে এই রদবদলের সম্পর্ক আছে কিনা সে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

অটিজম-মেন্টাল রিটারডেশন রোগে আক্রান্তদের কল্যাণে রাজ্যভিত্তিক কো-অর্ডিনেশন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। অটিজম, সেরিবাল পালসি, মেন্টাল রিটারডেশন এবং মাল্টিপল ডিসএবিলিটিস রোগে আক্রান্তদের কল্যাণে বিভিন্ন পুনর্বাসন প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার একটি রাজ্যভিত্তিক কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব।

রাজ্যভিত্তিক সমন্বয় কমিটিতে স্টেট কমিশনার ফর পারসনস উইথ ডিসএবিলিটিসকে ভাইস চেয়ারপার্সন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এবং পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসককে কমিটির সদস্য করা হয়েছে। স্টেট নোডাল এজেন্সী (এস এন এ সি) ফর ত্রিপুরা আণ্ডার নেশন্যাল ট্রাস্ট এই কমিটির সদস্য সচিব মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন পুনর্বাসন প্রকল্পে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, অন্যান্য সরকারি ও অসরকারি সংগঠনের কাজকর্মের পর্যালোচনা এবং সমন্বয়সাধন করবে এই কমিটি।

সংক্রমণ

● প্রথম পাতার পর

দখল করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১৫৩ জন, দক্ষিণ জেলায় ৫৮ জন, গোমতি জেলায় ৪৭ জন, ধলাই জেলায় ৩০ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১৬ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫৮ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬৯ জন এবং খোয়াই জেলায় ১৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

তান্ডব

● প্রথম পাতার পর

দীর্ঘ সময় পরে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মহিলা থানার পুলিশ। ওই মহিলা মহিলা পুলিশের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করে এবং গালিগালাজ করে। পরে ওই মহিলাকে কোনরকম ভাবে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উজান অভয়নগর এলাকাবাসী হতভম্ব হয়ে পড়েন।

মহিলাদের

● প্রথম পাতার পর

জনগণের অবস্থা কি হতে পারে সেটা ভাবাই মুশকিল। এলাকাবাসীর অভিযোগ মন্ত্রী ব্যাপার কুমার জমাতিয়া এখানেই ছোট থেকে বড় হয়েছেন। অথচ এখনকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে তিনি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না বলে অভিযোগ। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যক্ষ করে তড়িঘড়ি খবর পাঠায় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত বাবুল চন্দ্র পালকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

বাবুল চন্দ্র পালের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন। জানা যায় তার বাম পা ভেঙ্গে গেছে।

তৃণমলের

● প্রথম পাতার পর

আজ ব্রাত্য বসুরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁরা ত্রিপুরায় কয়েকদিন থাকবেন। তাজা সূত্রের খবরে আগামীকাল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং ডারেক ও ব্রায়েনের রাজ্যে আগমনে নতুন সমীকরণ দেখা যাবে বলে মনে করা যাচ্ছে। এরই সাথে তৃণমূল সুত্রে দাবি ৩০ জুলাই ত্রিপুরায় আসবেন অভিষেক ব্যানার্জীও। ফলে, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রায় ২০ মাস বাকি থাকতেই ভোটের খেলা জমে উঠবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ইয়েদুরাপ্পার

● প্রথম পাতার পর

বাসবরাজ এস বোম্মাইকে বেছে নেয় বিজেপি পরিষদীয় দল। মঙ্গলবার রাতেই রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলটের সঙ্গে দেখা করেন বোম্মাই। এরপর বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি।

উল্লেখ্য, বোম্মাইয়ের পরিবার থেকে কর্নাটকে কুর্সিতে বসেছেন তাঁর বাবা এস আর বোম্মাইও। ২০০৮ সালে জেডিইউ থেকে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন বোম্মাই। তার পর থেকে কর্নাটকের রাজনীতিতে এই ৬১ বছরের লিঙ্গায়েত নেতার উত্থান চোখে পড়ার মতো। ইয়েদুরাপ্পা-ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত বোম্মাই।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

বাড়িতে যাচ্ছিল। সাথে তার প্রতিবেশী এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে গেলে দশ কলোনী এলাকায় পৌঁছতেই অপর দিক থেকে অর্থাৎ সোনামুড়ার দিক থেকে বক্সনগরের দিকে দ্রুত গতিতে আসা ম্যাক্স গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাইক চালক সহ আরোহী। গাড়ি চালকও আহত হয়। তবে ঘটনায় তিন জন গুরুত্বর ভাবে আহত হলেও অল্প বিস্তর আহত হয়েছেন গাড়িতে থাকা আরো বেশ কয়েকজন যাত্রী। আহত সকলকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে বাইক চালক সাব্বির হোসেনের পায়ে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুড়িটি সেলাই লেগেছে। বর্তমানে আহত সকলেই বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছে। চালকদের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

যাত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ছিল যে বাসের পিছনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

বারাবাঙ্কির এসপি যমুনা প্রসাদ জানিয়েছেন, বাসের এক্সেল ভেঙে যাওয়ার কারণে রামসানেহি ঘাটের কাছে একটি ধাবার সামনে বাসটি দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক যাত্রী বাসের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন, অনেকে বাসের ভিতরে ছিলেন। রাতের অন্ধকারে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতদের বাড়ি বিহারের সীতামারি, দারভাঙ্গা প্রভৃতি এলাকার।

আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর, শোকপ্রকাশ যোগীর। উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ১৮ জনের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারবর্গকে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা। দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়া শুরু করেছিল কেন্দ্র। কিন্তু মাঝপথে গত সোমবার অসমের তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলার বনভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে মিজোরাম পুলিশের মদতে ওই রাজ্যের অরৈজনৈতিক কয়েকটি সংগঠন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের আচমকা সশস্ত্র আক্রমণে অসম পুলিশের ছয় জওয়ান সহ সাত জনের মৃত্যু এবং প্রায় ৮০ জনের গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর।

তাই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অসম এবং মিজোরামের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে অনুপুঙ্খ ওয়াকিবহাল হতে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র অজয় কুমার ভাল্লা। ডাক পেয়ে তড়িঘড়ি আজ বুধবার সকালেই নয়াদিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন অসমের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র অজয় কুমার ভাল্লার ডাকে মিজোরামের মুখ্যসচিব লালনুনমাবিয়া চৌঙ্গও দিল্লি উড়ে গেছেন। সে অনুযায়ী আজ দুপুরের দিকে দিল্লিতে দুই মুখ্যসিচব মুখোমুখি বসে স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তবে বৈঠকের সারবস্তু সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, আন্তঃরাজ্য সীমা বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন। গত সোমবার মিজো পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে দুষ্কৃতীরা কীভাবে, কী কী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অসম পুলিশের ওপর পরিকল্পিত নৃশংস হামলা করেছিল সে সবের বিস্তৃত তথ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। এর পরই বিবদমান দুই রাজ্যের মুখ্যসচিবদের দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে এত ভিডিও ক্লিপিংস ভাইরাল হওয়ার পরও সীমান্তে গোলাগুলির জন্য অসমকে এখনও দোষারোপ করছে মিজোরাম। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে আহত এক যুবকের ছবি প্রকাশ করেছেন। মিজো যুবকটি অসম পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছে বলে প্রকাশ করে সে বর্তমানে কলাশিব সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে লিখেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে এক ইতিবাচক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। আগামী তিনদিনের বর্ধিত টিকাকরণ কর্মসূচির সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে ১৮ উর্দ্ধদের প্রত্যেককে টিকাকরণের আওতায় আনতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিকাকরণ কর্মসূচিতে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে ১৮ উর্দ্ধদের বড় মাত্রায় টিকাকরণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। যারা এখনও টিকা গ্রহণ করেন নি তাদের টিকাকরণের আওতায় আনতে এই উদ্যোগ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কম টিকাকরণ হচ্ছে এমন এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করেই তিনি এই টিকাকরণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করছেন। মানুষের মধ্যে টিকাকরণ সম্পর্কে আরও বেশি করে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতেই এই সফর। করোনা পরীক্ষার মতো টিকাকরণ নিয়েও একটা অংশ বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। কিন্তু এইসব গুজবে কান না দিয়ে ত্রিপুরার সচেতন নাগরিকগণ এগিয়ে এসে স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গে টিকা গ্রহণ করছেন। এরই ফলশ্রুতিতে ৪৫ উর্দ্ধ টিকাকরণে সফলতা মিলেছে। করোনাকে হাল্কা ভাবে না নিয়ে টিকাকরণের মাধ্যমে নিজেকে ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে সমগ্র দেশব্যাপী যে টিকাকরণের কর্মসূচি চলছে তাতে গতি আনতে রাজ্যেও টিকাকরণের এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। টিকাকরণ কর্মসূচি তিনদিন বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে এখনও যারা টিকা গ্রহণ করেন নি তাদের এই সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মানুষের সচেতনতার ফলেই কমেছে কোভিড পজিটিভিটির হার। তবে করোনা এখনও সম্পর্ণ নির্মূল হয়ে যায়নি। এই করোনা সংক্রমণ থেকে নিজেদের ও পরিবারদের সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজন টিকা গ্রহণ করা।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শাকবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শনের মাঝেই তিনি 'মুখ্যমন্ত্রী মিশন দৃষ্টি প্রকল্প'র অন্তর্গত বেশ কয়েকজনের মধ্যে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, যাদের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে তাদের জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে চশমা বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে বেশ কয়েকজনকে চশমা পরিয়ে দেন। এই চশমা পরে স্পস্ট দেখতে পাচ্ছেন বলে তারা জানান। দুই জেলাতেই কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা। এছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শাকবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধায়ক শংকর রায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, এমডিসি কংজাঅং মগ। গোমতী জেলার কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্রগুলিতে পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, বিধায়ক র'তি দাস, বিধায়ক সিন্ধচন্দ্র জমাতিয়া প্রমুখ।

ত্রিপুরায়

● প্রথম পাতার পর

পারে না। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বামেদের ঝুলিতে শূন্য দিয়েছে জনগণ। ত্রিপুরাতেও তাই হতে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, মানুষ বুঝতে পারছেন বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র মুখ মমতা ব্যানার্জি। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত বামপন্থী এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর আবেদন বিজেপিকে হারাতে মমতা ব্যানার্জীকে সমর্থন করুন। তিনি ত্রিপুরাবাসীকে মনে করিয়ে দিলেন, পশ্চিমবঙ্গের মতো ভুল করবেন না। ত্রিপুরায় বামেদের উদ্দেশ্যে তাঁর সাফ কথা, পশ্চিমবঙ্গের মতো ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে মমতা ব্যানার্জীর হাত ধরুন।

এদিন ঋতব্রত ব্যানার্জী বলেন, বামফ্রন্টের ইজারা এখন সিপিএমের কাছে নেই। তাঁর কটাক্ষ, বাংলায় দেখেছি সাইনবোর্ড থেকে স্ট্যাম্প পেপারে পরিণত হয়েছে সিপিএম। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে দেখা গেছে বিজেপিকে ঠেকাতে বামেরা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন। তিনি জোর গলায় বলেন, মমতা ব্যানার্জীর থেকে বড় বামপন্থী গোটা দেশে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই দাবি লুফে নিয়ে সমর্থন করেন ব্রাত্য বসু। তিনিও এমনটাই মনে করেন বলে জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার গতকাল তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সমর্থনে সুর চড়িয়েছিলেন। প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাকের সদস্যদের পুলিশী নজরদারিতে রাখার ঘটনায় ত্রিপুরা সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস ওই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদী হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি সকলেই ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। গতকাল সেই তালেই সুর মেলালেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সিপিএম ও তৃণমূলের মতাদর্শগত পার্থক্য বিশাল, তবুও বিজেপি বিরোধী হওয়ায় প্রবীণ সিপিএম নেতা গা ভাসাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি বলেই মনে হয়েছে। এদিকে, আজ তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় বামেদের একজোট হওয়ার খোলা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাতে স্পষ্ট, বিজেপি বিরোধী মঞ্চে আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে ত্রিপুরাবাসী নয়া রাজনৈতিক মেরুকরণের স্বাক্ষী হতে চলেছেন। হিন্দুস্থান সমাচারঞ্জসন্দীপ

রাজ্যে পরগাছারা

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, সেই প্রশ্নের স্পষ্ট কোন উত্তর দেননি মলয় বাবু। তবে বুঝাতে চেয়েছেন, মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা বিজেপি সমর্থিত। কিন্ত, তাঁরা তদন্তে গিয়ে আক্রান্তের ঘটনায় কোন সদুত্তর দেননি মলয় ঘটক।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি তৃণমূলের মন্ত্রিদের অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য তুলে ধরেছে। বিজেপি প্রদেশ প্রধান মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ দিন আগে পর্যন্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর ৩০১০ জন বিজেপি কর্মী সরাসরি আক্রান্ত হয়েছেন, ৯৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৬৯৭৬ জনের বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে এবং ৯২ জন বিজেপি কার্যকর্তাকে প্রশাসনিকভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর ৪০ জন বিজেপি সমর্থক নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন, ৫৪ জনকে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের চেষ্টার মাধ্যমে বর্বরোচিত নির্যাতন করেছে, ১ লক্ষাধিক মানুষ বাড়িঘরে ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গেছেন এবং ২০ হাজারের অধিক মানুষ এখনো নিজ নিজ এলাকায় ঢুকতে পারছেন না।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ আজ পাওয়া গিয়েছে। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রিরা সেই উদ্দেশ্যেই ত্রিপুরায় এসেছেন। তাঁরা আই-প্যাকের সহায়তায় ত্রিপুরায় অস্থিরতা কায়েম করতে চাইছে। বামেদের সাথে মিলে ক্ষমতা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরার মানুষ রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই সচেতন। তাঁরা তৃণমূলের পাতা ফাঁদে পা দেবেন না।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে নবেন্দু বলেন, টানা ২৫ বছর ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার তিন বছরের মধ্যেই এডিসি নির্বাচনে শূন্যতে নেমে এসেছে। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, ঘাস নির্ভর করে পরগাছা বেড়ে উঠতে পারবে এমনটা জানা ছিল না।

আসলে, গতকাল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের সুরে সুর মিলিয়েছিলেন। আজ তৃণমূল নেতৃত্ব ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিএমের সমর্থন চেয়েছে। তাতেই প্রদেশ বিজেপি ভীষণ আশ্চর্য্য হয়েছে।

নবেন্দুর কথায়, ত্রিপুরায় সিপিএমের সর্বোচ্চ নেতা মানিক সরকার হটাত তৃণমূলের সুরে সুর মেলাচ্ছেন। তবে, তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে সম্পর্কে মানুষ অবগত রয়েছেন। তিনি বলেন, পরিযায়ী যা করলেন পরগাছাও তাই করতে চাইছে। তাতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তৃণমূল ত্রিপুরায় সিপিএমের উপর নির্ভর করে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর। সিপিএমও সেই লক্ষ্যেই তৃণমূলকে বার্তা দিচ্ছে। এডিসি নির্বাচনেও সিপিএম একই কৌশল নিয়েছিল, এমনটাই দাবি করেন নবেন্দু।

তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে কারোর অধিকার হনন না করেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাঁর কটাক্ষ, পশ্চিমবঙ্গকে দেখে মনে হচ্ছে, বাংলা ও বাঙালি বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলছে।

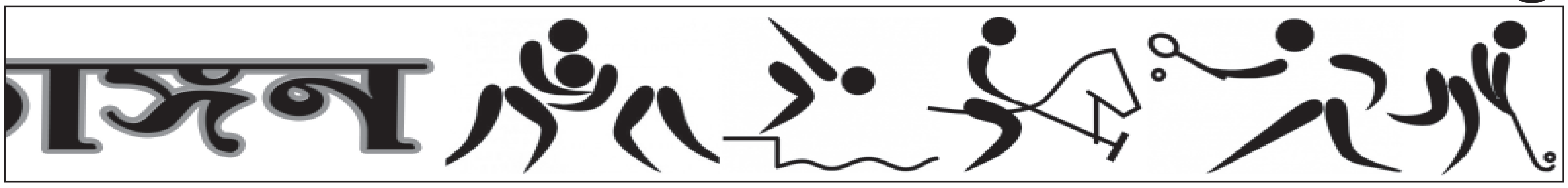

ইতাইয়ের কাছে হার, দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় তিরন্দাজ তরুণদীপের

টোকিও, ২৮ জুলাই (হি.স.): শুট-অফে হেরে গিয়ে তিরন্দাজির ব্যক্তিগত ইভেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডেই থামল তরুণদীপ রাইয়ের অলিম্পিক অভিযান। প্রথম ম্যাচে তরুণদীপ তৃতীয় সেট পর্যন্ত পিছিয়ে থেকেও পরাজিত করেন ইউক্রেনের ওলেক্সি হানবিনকে। দ্বিতীয় রাউন্ডে তরুণদীপের প্রতিপক্ষ ছিলেন ইজরায়েলের ইতাই শানি। নির্ধারিত ৫ সেটে ম্যাচ ৫-৫ পয়েন্টের সমতায় দাঁড়িয়ে থাকায় লড়াই গড়ায় শুট-অফে। প্রথম তিরেই ম্যাচের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যায়। ইজরায়েলের তিরন্দাজ শুট-অফে ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও তরুণদীপ ৯ পয়েন্টে আটকে যান। ফলে তাঁকে বিদায় নিতে হয় ব্যক্তিগত ইভেন্ট থেকে।

তিরন্দাজির ব্যক্তিগত ইভেন্টে বুধবার সকালে শুরুটা ভালোই করেছিলেন ভারতের তরুণদীপ রাই। তৃতীয় সেট পর্যন্ত পিছিয়ে থেকেও দুরন্তভাবে কামব্যাক করে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন তিনি। ইউক্রেনের প্রতিপক্ষ ওলেক্সি হানবিনকে ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। ফলে তাঁকে ঘিরে আশা বেড়েছিল ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমিদের মধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে দুরন্ত লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত শুট অফে হেরে বিদায় নিতে হল তরুণদীপ রাইকে। দ্বিতীয় রাউন্ডে তরুণদীপ রাইয়ের প্রতিপক্ষ ছিলেন ইজরায়েলের ইতাই শানি। নির্ধারিত ৫ সেটে টানটান লড়াই হয় দু''জনের মধ্যে। ম্যাচ ৫-৫ পয়েন্টের সমতায় শেষ হয়। ফলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারনের জন্য খেলা গড়ায় শুট-অফে। সেখানে প্রথম তিরেই ম্যাচের ফলাফল নির্ধারিত করে দেন ইতাই শানি। ইজরায়েলের তিরন্দাজ শুট-অফে ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। কিন্তু তরুণদীপ ৯ পয়েন্টে আটকে যান। ফলে শুট অফে হেরে ভারতীয় তিরন্দাজকে বিদায় নিতে হয় ব্যক্তিগত ইভেন্ট থেকে।

দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়, প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেন সিন্ধু

টোকিও, ২৮ জুলাই (হি.স.): প্রথম ম্যাচে ৩০ মিনিটেরও কম সময়ে এসেছিল জয়, টোকিও অলিম্পিকের দ্বিতীয় ম্যাচে মাত্র ৩৫ মিনিটে জয় পেলেন পি ভি সিন্ধু। গ্রুপ পর্বে শীর্ষে থেকে নক আউট পর্বে পৌঁছে গেলেন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা। নিজের আধিপত্য বজায় রেখে দ্বিতীয় ম্যাচ ২১-৯, ২১-১৬ ব্যবধানে স্ট্রেট গেমে জিতে নেন সিন্ধু। বুধবার হংকঙের চিউং ই-কে হারিয়ে দেন সিন্ধু।

প্রথম সেটে হংকঙের প্রতিপক্ষকে প্রায় দাঁড়াতেই দেননি সিন্ধু। দ্বিতীয় সেটে কিছুটা লড়াইয়ে ফেরেন চিউং। সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছিলেন সিন্ধুর সঙ্গে। এক সময় খেলার ফল ছিল ১২-১২। তবে সিন্ধু ধীরে ধীরে ম্যাচের রাশ নিজের হাতে নিয়ে নেন। ২০-১৪ ফলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ২১-১৬ ফলে সেট জেতেন সিন্ধু। তবে প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সিন্ধুর লড়াই কঠিন হতে চলেছে। প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধুর লড়াই ডেনমার্কের মিয়া ব্লিচফেল্ডের সঙ্গে। বিশ্বের ১২ নম্বর তারকা তিনি। তাঁকে হারাতে পারলে কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধুর লড়াই হতে পারে জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির সঙ্গে।

প্রয়াত ভারতীয় কিংবদন্তী ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় নন্দু নাটেকর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি. স.) : প্রয়াত ভারতীয় কিংবদন্তী ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় নন্দু নাটেকর।

বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত কারণেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে বুধবার সকালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। নক্ষত্র পতনে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

১৯৫৬ সালে নান্ডু নাটেকার প্রথম ব্যাডমিন্টনে আনর্জাতিক খেতাব লাভ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি অর্জুনা খেতাব পেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ৬টি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ১০০-র উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে জিতেছিলেন। পশ্চিম মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে জন্ম হয়েছিলেন নন্দু। ১৫ বছরের কেরিয়ারে প্রচুর সাফল্য পেয়েছেন তিনি। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইটারে লিখেছেন, 'ভারতের খেলাধুলোর ইতিহাসে নন্দু নাটেকারের একটা বিশেষ জায়গা বরাবর রয়েছে। একদিকে যেমন ছিলেন দারুণ ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার, তেমনই ছিলেন আইকন। ওঁর সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মকে আনুপ্রাণিত করেছে। ওঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।'

তাঁর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, করোনার কারণে কোনও স্মরণসভার আয়োজন করা হচ্ছে না। নন্দু রেখে গেলেন তাঁর একমাত্র ছেলেকে। নন্দু নাটেকারের ছেলে গৌরভ নাটেকর, একজন নামকরা টেনিস প্লেয়ার। যিনি ডেভিস কাপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং লিয়েন্ডার পেজের সাথে জুটিতে ১৯৯৪ সালের হিরোশিমা এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বক্সিংয়ে জোড়া পদকের আশা ভারতের তিরন্দাজিতে জিতলেন দীপিকাও

টোকিও, ২৮ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে ভারতের ঝুলিতে মীরাবাই চানুর সৌজন্যে এখনও পর্যন্ত একটি পদকই এসেছে। কিন্তু তারপর থেকে বেশিরভাগ ইভেন্টেই ব্যর্থ ভারতীয় অ্যাথলিটরা। বিশেষ করে পুরুষদের ইভেন্টে। তবে মান রেখেছেন মহিলা অ্যাথলিটরা। এখনও পদক জয়ের দৌড়ে রয়েছেন বক্সার মেরি কম, শাটলার পিভি সিন্ধু। সেই তালিকাতেই এবার জুড়ল বক্সার পূজা রানি এবং আর্চার দীপিকা কুমারীর নামও।

এদিন তিরন্দাজির অন্যান্য ইভেন্টে হারলেও ব্যক্তিগত ইভেন্টে কিন্তু এখনও আশা জিইয়ে রেখেছেন বিশ্বের এক নম্বর তিরন্দাজ দীপিকা কুমারী। প্রথম রাউন্ডে ৬-০ ব্যবধানে হারালেন ভূটানের করমাকে। এরপর দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে হারালেন আমেরিকার জেনিফার মুচিনো ফার্নান্ডেজকে। খেলার ফল দীপিকার পক্ষে ৬-৪। যদিও পুরুষদের ব্যক্তিগত ইভেন্টে প্রথম রাউন্ডে রাশিয়ার গালসানকে হারালেও দ্বিতীয় রাউন্ডে মার্কিন প্রতিপক্ষের কাছে হেরে গিয়েছেন ভারতর প্রবীন যাদব। একইভাবে প্রথম রাউন্ডে জিতলেও দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন তরুণদীপ রাইও। এছাড়া বক্সিংয়ে লভলিনা বর্গহাইনের পর কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেন বক্সার পূজা রানি। ৭৫ কেজি বিভাগে সহজেই নিজের ম্যাচ জিতলেন পূজা রানি। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলেই পদক নিশ্চিত দুই ভারতীয় মহিলা বক্সারের। বুধবার আলজেরিয়ার ইচরাক কাইবকে ৫-০ ব্যবধানে হারালেন পূজা। শনিবার সেই ম্যাচে মুখোমুখি হবেন দুই বক্সার। এছাড়া শুক্রবার শেষ ১৬-র ম্যাচে নামবেন মেরি কমও। তাঁর দিকেও থাকবে নজর।

এদিন সকালে মহিলা সিঙ্গলসের গ্রুপ পর্বে নিজের দ্বিতীয় জয় দিয়ে পদক ঘরে তোলার আশা জিইয়ে রাখলেন ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধু। বুধবার সকালে হংকংয়ের এন উই চেয়ুংয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন সিন্ধু। সেই চেনা ছন্দেই ধরা দিলেন রিও অলিম্পিকে রুপোজয়ী তারকা। প্রতিপক্ষকে লড়াইয়ের সুযোগই দিলেন না তিনি। গ্রুপ পর্বের ম্যাচ জিতে নেন ২১-৯, ২১-১৬ স্ট্রেট গেমে।

'পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতাই আমার বড় স্বপ্ন'

চলতি দলবদলের মৌসুমেই নাকি ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে-গণমাধ্যমে এমন খবর আসলেও ফরাসি ফরোয়ার্ডের কথায় তার সত্যতা মিলল না। এই ব্যাপারে সরাসরি কিছু না বললেও ক্লাবে থেকে যাওয়ার আভাস দিলেন তিনি।

বুধবার প্রকাশিত পিএসজি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে সতীর্থ নেইমারের সঙ্গে জায়গা পেয়েছেন এমবাপে। সেখানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বর্তমান ক্লাবের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জেতাটাই তার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন।

মৌসুমের পর মৌসুম ধরে অঢেল অর্থ খরচ করে স্কোয়াডের শক্তি বাড়িয়ে এরই মধ্যে ফ্রান্সের সফলতম ক্লাবগুলোর একটি হয়ে উঠেছে পিএসজি। গত দশকে তো তারাই সবচেয়ে সফল; শেষ ৯ মৌসুমের সাতবারই লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়ন তারা। এই সময়ে ঘরোয়া ফুটবলে জিতেছে আরও অনেক শিরোপা। কিন্তু মেলেনি বহুল কাঙ্ক্ষিত ইউরোপ সেরার মুকুট। মূলত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অধরা সাফল্য পেতেই ২০১৭ সালে ট্রান্সফার ফির বিশ্ব রেকর্ড গড়ে নেইমারকে দলে ভেড়ায় তারা। ওই মৌসুমেই ধারে দলে টানে এমবাপেকে। পরের মৌসুমে তাকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফিতে স্থায়ীভাবে দলে নেয় ক্লাবটি। প্রতি মৌসুমেই তারা দলে যোগ করছে নতুন নতুন খেলোয়াড়। তারপরও উঠতে পারছে না কাঙ্ক্ষিত চূড়ায়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এ পর্যন্ত তাদের সর্বোচ্চ সাফল্য ২০১৯-২০ মৌসুমের ফাইনালে ওঠা, যেকানে তারা হেরে যায় বায়ার্ন মিউনিখের কাছে।

এমবাপের দল ছাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে গুঞ্জন চলছে অনেক দিন ধরে। অনেকে তো আগামী মৌসুমেই তাকে রিয়াল মাদ্রিদে দেখতে শুরু করেছেন। ফরাসি ক্লাবটির সাথে এই তারকার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২২ সালে। গণমাধ্যমের খবর, পিএসজির দেওয়া চুক্তি বাড়ানোর কয়েকটি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে সেসব গুঞ্জন যেন এক কথায় উড়িয়ে দিলেন এমবাপে। পিএসজি ম্যাগাজিনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য প্রসঙ্গে বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ড জানিয়েছেন, এখানে থেকেই অধরা শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখেন তিনি। "আমার বড় স্বপ্ন হচ্ছে পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা। সেটা হলে দুর্দান্ত হবে।"

ফ্রান্সের হয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের পর্ব শেষে ছুটি কাটিয়ে ক্লাবে ফিরেছেন এমবাপে। আগামী রোববার ফরাসি সুপার কাপে লিলের বিপক্ষে ম্যাচে নতুন মৌসুমে প্রথম মাঠে নামতে পারেন ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার। লিগ ওয়ানে পিএসজির প্রথম ম্যাচ আগামী ৭ অগাস্ট, প্রতিপক্ষ ট্রয়েস।

লজ্জার হারে ব্যাডমিন্টনে বিদায় সাই প্রণীতের

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিক থেকে বিদায় নিলেন সাই প্রণীত। অলিম্পিক শুরু হওয়ার আগে গোপিচাঁদ জানিয়েছিলেন এবারে ব্যাডমিন্টন থেকে একের বেশি পদক আশা করছেন তিনি। সিন্ধু ছাড়াও সাত্ত্বিক - চিরাগ জুটি এবং পুরুষ সিঙ্গলস বিভাগে সাই প্রণীত পদক জয়ের দাবিদার জানিয়েছিলেন গোপী। কিন্তু একমাত্র সিন্ধু ছাড়া হতাশ করেছেন তিনজন জন পুরুষ। ডবলস জুটি জিতেও কোয়ালিফাই করতে পারলেন না।

বুধবার জিতলেও পরের রাউন্ডে যাওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল প্রণীতের কাছে। অনেক জটিল অঙ্ক ছিল। তাও যদি স্ট্রেট সেটে জিততেন, কথা ছিল। উল্টে হেরে বসলেন, সেটাও আবার স্ট্রেট সেটে। বিশ্বের ১৫ নম্বরে থাকা ভারতের বি সাই প্রনীতের অভিষেক অলিম্পিক্স অভিযান হতাশার সঙ্গেই শেষ হল। এদিন টোকিও অলিম্পিক্সের পঞ্চম দিনে নেদারল্যান্ডসের মার্ক ক্যালাওয়ের কাছে স্ট্রেট সেটে হারলেন প্রনীত। ক্যালাওয়ের পক্ষে ফল ১৪-২১, ১৪-২১।

এদিন কোর্টে ৩৪ মিনিটে ম্যাচের ভাগ্য লিখে দেন ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্যালাওয়ে তাঁর দেশের প্রথম ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার হিসেবে পুরুষ সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টারে ওঠেন। ২০১৯ এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী প্রনীত ইতিমধ্যেই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন। প্রনীতকে প্রথম ম্যাচেই ইজরায়েলের মিশা জিলবারম্যানের কাছে হারতে হয়েছিল ১৭-২১ ও ১৫-২১ ব্যবধানে। ৪১ মিনিটের মধ্যে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

অলিম্পিক্সের কোয়ার্টার ফাইনালে লাভলিনার পর এবার পূজা রানি

টোকিও, ২৮ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে লাভলিনা বরগোহাঁই-র পর আরও এক ভারতীয় বক্সার কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন। ৭৫ কেজি বিভাগে জিতলেন পূজা রানি। কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলেই পদক নিশ্চিত দুই ভারতীয় বক্সারের। বুধবার আলজেরিয়ার ইচরাক কাইবকে হারিয়ে দিলেন পূজা। খেলার ফল ৫-০। কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের লি কিয়ানের বিরুদ্ধে খেলবেন পূজা। শনিবার সেই ম্যাচে মুখোমুখি হবেন দুই বক্সার।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার জিতেছিলেন লাভলিনা। তাঁর লড়াই শুক্রবার। চাইনিজ তাইপেই চেন নিয়েন চিনের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে নামবেন মেরি কম। কলম্বিয়ার ইনগ্রিট ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি।

অলিম্পিক্স ফুটবলের কোয়ার্টারে ব্রাজিল, ছিটকে গেল দু''বারের সোনাজয়ী আর্জেন্টিনা

টোকিও, ২৮ জুলাই (হি.স.) : অলিম্পিক্স ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল ব্রাজিল। তবে ছিটকে গেল তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী তথা দু''বারের সোনাজয়ী আর্জেন্টিনা।

বুধবার গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচে সৌদি আরবকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় ব্রাজিল। তবে আর্জেন্টিনা ১-১ ড্র করে স্পেনের বিরুদ্ধে, যা যোগ্যতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ১৪ মিনিটেই গোল করে ব্রাজিল। দলকে এগিয়ে দেন মাথিয়াস কুনহা। আবদুলেল্লা আলামরির ফ্রি-কিকে সমতা ফেরায় সৌদি আরব। এর পরে জোড়া গোল করেন রিচার্লিসন। জার্মানির বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। প্রতিযোগিতায় পাঁচ গোল হয়ে গেল তাঁর। স্পেনের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার ম্যাচ প্রথমার্ধে গোলশূন্য ছিল। ৬৬ মিনিটে এগিয়ে যায় স্পেন। গোল করেন মিকেল মেরিনো। ৮৭ মিনিটে সমতা ফেরায় আর্জেন্টিনা। কর্নার থেকে গোল করেন টমাস বেলমন্তে। কিন্তু জয়সূচক গোলটি পায়নি তারা। গ্রুপে চার পয়েন্ট নিয়ে স্পেন এবং মিশরের পরে শেষ করেছে আর্জেন্টিনা। প্রথম দুই দল পরের রাউন্ডে গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

বিশ্বের দু''নম্বরকে হারিয়ে প্রি কোয়ার্টারে তিরন্দাজ প্রবীণ

টোকিও, ২৬ জুলাই (হি.স.) : বিশ্বের দু''নম্বর তিরন্দাজকে হারিয়ে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ভারতের প্রবীণ যাদব। পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে জয় পেলেন তিনি। তিনটি সেটেই প্রতিপক্ষ বাজারঝাপোভকে হারিয়ে দেন ভারতের এই তিরন্দাজ। খেলার ফল ২৯-২৭, ২৮-২৭, ২৮-২৪। দ্বিতীয় সেটে প্রবীণকে কিছুটা প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়। একটা সময় এগিয়ে গিয়েছিলেন রাশিয়ার বাজারঝাপোভ। তবে প্রতিপক্ষের ধারাবাহিকতার অভাবে সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় সেটও জিতে নেন প্রবীণ। এবার আরও কঠিন প্রবীণের লড়াই। তাঁর সামনে বিশ্বের এক নম্বর আমেরিকার ব্র্যাডি ইলিসন। বুধবার দুপুরেই খেলতে নামবেন প্রবীণ। ভারতের তিরন্দাজদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন থাকলেও সফল হতে পারেননি কেউই। এখন ভারতের ভরসা প্রবীণ। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে তিনি দেশকে দ্বিতীয় পদক এনে দিতে পারেন কি না সেটাই এখন দেখার। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-25/EE/RD/TLM-DIV/20-21, Dt: 23/07/2021

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M on 23/07/2021** for **05(Three) Nos construction works.** For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-1500/2021-22

PNIT NO: ePT29/EE/RD/DIV/KCP/2021-22/3495 Dt. 27.07.2021

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 10.00 AM on 03.08.2021 for 03 (Three) No. SUPPLIES OF CONSTRUCTION MATERIALS under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA-C-1504/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

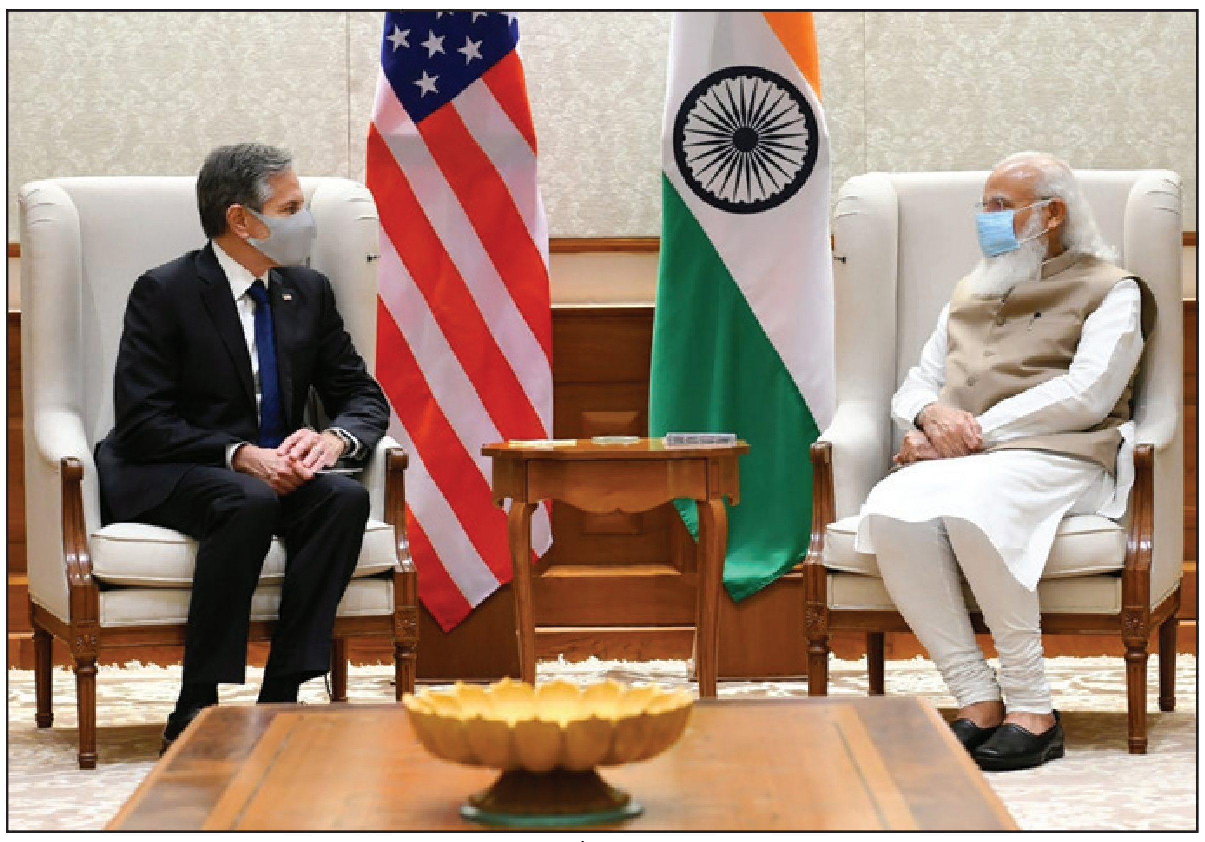

বুধবার নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে বৈঠক করেন ইউএস সেক্রেটারী এন্টনি ব্লিঙ্কেন। ছবি-পিআইবি

আঠারমুড়ার গুচ্ছ গ্রামে বিদ্যুৎ চপলতা, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুলাই।। ১৮ মোরা পাহাড়ের পাদদেশের বিভিন্ন এলাকায় একবার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিন্ন হলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল হতে লাগে সপ্তাহ খানেক।বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল করার দাবিতে রাতের অন্ধকারে টর্চ লাইট কেরোসিনের কুপি বাতি জ্বালিয়ে জাতীয় সড়কে অবরোধ বসল ক্ষুব্দ উপজাতি রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকেরা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ১৮ মোরা পাহাড়ের পিজিপি কলোনি এলাকায় রাত আনুমানিক সাড়ে নটা নাগাদ। পরে প্রশাসনিক তরফে আশ্বাস পেলে পথ অবরোধ মুক্ত করে অবরোধকারীরা।

সংবাদে জানা যায় দীর্ঘ কয়েক দিন ধরে জাতীয় সড়কের সংস্কারের কাজ চলার ফলে বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলি একদিক থেকে অন্যদিকে সরানোর কাজ চলছে। তার ১৮ মেরা পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় তথা ৪৬ মাইল ৪৭ এবং ৪৮ মাইল বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিক ভাবে পাচ্ছে না ওই এলাকার বসবাসকারী গিরিবাসীরা। অন্যদিকে বিদ্যুৎ বিভ্রাট তো রয়েছেই। এই এলাকাগুলিতে একদিন ভুলক্রমে বিদ্যুৎ ছিন্ন হলে বিদ্যুৎ আসছে লেগেছে কয়েকদিন। বর্তমানে ওই এলাকায় বিগত কয়েকদিন যাবত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অচল হয়ে রয়েছে।

বারবার এলাকাবাসী তরফ থেকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল করার দাবি জানিয়ে আসলেও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল করার জন্য তেমন কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ফলে বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে নটা নাগাদ ১৮ মোরা পাহাড়ের ৪৭ মাইল এলাকায় বসবাসকারী পিজিপি কলোনি রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হয় কারুর হাতে ব্যাটারি চালিত টচ লাইট আবার কারোর হাতে কেরোসিনের কুপি বাতি। ঘন্টার পর ঘন্টা চলে পথ অবরোধ।

অবরোধকারীদের দাবি অতিসত্বর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এদিকে এ পথ অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কের দুই পাশে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে যায়। খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অবরোধকারীদের অবরোধ তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়। পরে অবশ্যই আশ্বাস পেয়ে পথ অবরোধ মুক্ত করে অবরোধকারীরা। এদিকে অবরোধ কারীদের অভিমত আগামী কালকের মধ্যে যদি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল না হয় পেট পথ অবরোধে সামিল হবে।

তেলিয়ামুড়ায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুলাই।। বৃক্ষ রুপন এর মতন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা বৃক্ষরোপণ কর্ম যজ্ঞের আয়োজন করে তেলিয়ামুড়া খাসিয়া মঙ্গল সিত রুপা ছড়া ফরেস্ট রিজারভে। এইদিন এমনাবস্তায় তিমিরের পার কেকের ধ্রুবতারা স্বরূপ ফুটে উঠল আধিদীপনী নামক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সংগঠন আর এই সংগঠনের উদ্যোগে নবম-দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে রুপা ছড়া ফরেস্ট রিজার্ভে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান করা হয়।

এদিনের এই বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল সংগঠনের সভাপতি গৌরভ পাল সম্পাদক ঋতেশ কুমার কর্মকার সহ অন্যান্য সদস্যরা। রুপা ছড়া ফরেস্ট রেজারভে সংস্থার পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে অধিক প্রায় ২০০ টিরও অধিক চারাগাছ রোপণ করেন ছাত্র-ছাত্রীরা। এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে সভাপতি গৌরভ পাল বলেন তারা পূর্বেও

ফ্রাইডে ফর ফিউচার নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গ্রুপের সকল সদস্য সদস্যরা নিজ নিজ বাড়িতে একটি করে বৃক্ষ রোপন করে। আগামী দিনে তারা এই ধরনের অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবে বলে মত ব্যক্ত করেন।

উদয়পুরে বিজেপির ই-চিন্তন সত্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ জুলাই।। আজ ২৮ শে জুলাই২০২১ ইং বুধবার সকাল দশটায় উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিভাগ আয়োজিত গোমতী জেলা 'ই-চিন্তন সত্র' এর পঞ্চম পর্বে 'ভারতের বিদেশনীতি ও তার সাফল্য' নিয়ে আলোচনা করেন ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির প্রশিক্ষণ বিভাগের সংযোজক তথা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভারতের বিদেশনীতিতে ভারতের সাফল্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলি আজ বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের জন্য কাজ করছে।

এর ফলে বিদেশে কোন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হলে সেই মৃতদেহ দেশে আনা অনেক সহজ হয়েছে। এছাড়াও বিদেশে চিকিৎসা করতে যাওয়া এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দূতাবাসগুলো যোগাযোগ রাখছে। তিনি বলেন মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিদেশ নীতিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তিনি রাশিয়া, ইংল্যান্ড ছাড়াও জাপান, ইজরায়েল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিক উষ্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে গত বছর করোনা পরিস্থিতিতে বিদেশে বসবাসরত প্রায় ৭০লক্ষ ভারতীয় নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিভিন্ন দেশে পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ নানাবিধ জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পগুলির উল্লেখ করে বিশ্বে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকারের অবদানের উদাহরণ দেন। তিনি বলেন ভারতের বিদেশনীতিতে সাফল্যের জন্যই ভারত 'ইন্টারন্যাশানাল কোর্ট অব জাষ্টিস' এর নির্বাচনে ভারত ইংল্যান্ডকে হারাতে সক্ষম হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ভারতীয় জনতা পার্টির সদ্য নিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণজী, জেলা প্রভারী তথা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সম্পাদক রতন ঘোষ, জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়, জেলার প্রদেশ কমিটির সদস্য সদস্যাগণ, জেলা কমিটির সদস্য সদস্যাগণ, জেলার সাতটি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ, জেলার সাতটি মোর্চার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ, জেলার সেলগুলির কনভেনর ও কো-কনভেনরগণ, উদয়পুর পুর পরিষদ ও অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য সদস্যাগণ, জেলার পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ-প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।প্রশিক্ষণ শিবির শেষে ভারতীয় জনতা পার্টির সদ্য নিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণকে জেলা কমিটি ও মণ্ডল কমিটিগুলো সহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সংবর্ধনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমে উপস্থিত সকলের পরিচিতি গ্রহণ করেন। সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ তাঁর বক্তব্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানান।

তিনি প্রতিটি কার্যকর্তাকে নিজ নিজ বুথে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে মনোনিবেশ করতে আহ্বান জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' নিয়ম করে প্রতিটি বুথে শোনার উপর জোর প্রদান করেন। তিনি আগামী ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সেই লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান।সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়, জেলা প্রভারী তথা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সম্পাদক রতন ঘোষ, ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির মুখ্য প্রবক্তা তথা কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিভাগের সংযোজক সুব্রত চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে তিনি দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়ে গোমতী জেলা কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়ের নতুন ভবনের নির্মাণাধীন প্রকল্প ঘুরে দেখেন।

সংসদে হঠাৎ জ্ঞান হারালেন তৃণমূল নেত্রী শান্তা ছেত্রী

কলকাতা, ২৮ জুলাই (হি. স.) : বুধবার অধিবেশন চলাকালীন হঠাৎ করেই সংসদে সংজ্ঞা হারান তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য শান্তা ছেত্রী।

সূত্রের খবর, এদিন বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই উত্তাল ছিল সংসদের দুই কক্ষই। দুপুর দু"টো পর্যন্ত মুলতুবি ছিল। তারপর অধিবেশন শেষ শুরু হতেই হঠাৎ করেই মূর্ছা যান তৃণমূল নেত্রী। তড়িঘড়ি তাঁকে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পেগাসাস ইস্যু নিয়ে এ দিন সরগরম হয়ে ওঠে সংসদের উচ্চকক্ষ। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি লোকসভায় কাগজ ছুঁড়ে মারে, কৃষক বিক্ষোভে সরব হয়। যে কারণে অধিবেশন বারবার মুলতুবি হয়। দুপুরের পর অধিবেশন শুরু হলে বিরোধীরা ফের বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারবিরোধী শ্লোগান তুলতে থাকে। এমন সময় হঠাৎ করেই জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন শান্তা ছেত্রী।

এ বিষয়ে রাজ্যসভার ডেপুটি স্পিকার জানিয়েছেন, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকতে পারেন তৃণমূল সাংসদ। পরে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা একই কারণ জানান। তবে বর্তমানে অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে তাঁর শারীরিক অবস্থা। আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে উত্তরবঙ্গের তৃণমূল নেত্রীকে। লোকসভা হোক বা রাজ্যসভার বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে বটে, কিন্তু নিয়ম করে প্রতিদিনই কিছুক্ষন চলার পর মুলতুবি যাচ্ছে।

সংক্রমণ উর্ধমুখী লকডাউনের মেয়াদ বাড়ল সিডনিতে

সিডনি, ২৮ জুলাই (হি. স.) : করোনা সংক্রমণের হার উর্ধমুখী হওয়ায় সিডনিতে আরও চার সপ্তাহের জন্য লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হল। বিধিনিষেধ ভাঙলে কড়া শাস্তি জুটবে, একথা বলেও সতর্ক করেছে পুলিশ প্রশাসন।

জুলাইয়ের শুরুতে লকডাউন ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল, তিনদিনের মধ্যেই বিঘিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। কিন্তু ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের দাপটে ক্রমশ বাড়ছে সংক্রমণ। নিরুপায় হয়েই তিনদিনের পরিকল্পনা জলে দিয়ে আরও চার সপ্তাহ অর্থাৎ আগামী ২৮ আগস্ট অবধি লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হল। মঙ্গলবারই সিডনির নিউ সাউথ ওয়েলসে নতুন করে ১৭৭ জন করোনা আক্রান্ত হন। সোমবারও এই শহরে করোনা আক্রান্তহয়েছিলেন ১৭২ জন।

কাশ্মীরে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত ৭ জলস্তর বেড়েছে চন্দ্রভাগা নদীর

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলার হানজোর গ্রাম। মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে দাচান এলাকার হানজোর গ্রামে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৮-৯টি বাড়ি। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ১৪ জনকে। কিশত্বরের ডেপুটি কমিশনার অশোক কুমার শর্মা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ও বুধবার মধ্যরাতে কিশত্বর জেলার গুলাবগড়ের হানজোর গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে যায় অনেকগুলি বাড়ি। মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। ৮-৯টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিয়ার এলাকায় একটি ব্রিজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জম্মুর ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ জানিয়েছেন, 'মোট ১৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। কমপক্ষে ১৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন।' মৃত ৭ জনের মধ্যে ৬ জন হলেন-সাজা বেগম, গুলাম নবী, আব্দুল মজিদ, তৌসিফ ইকবাল, রাকিলা বেগম, জায়তুনা বেগম। ১৪ জনের খোঁজ চলছে। এদিন সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'কিশত্বরে মেঘভাঙা বৃষ্টির বিষয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও জম্মু-কাশ্মীরের ডিজিপি-র সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। মানুষের জীবন বাঁচানো আমাদের অগ্রাধিকার।' জম্মু-কাশ্মীরে লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা জানিয়েছেন, 'কিশত্বর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে আমার নজর রয়েছে।'

এদিকে, প্রবল বর্ষণের জেরে কিশত্বর, রামবান ও ডোডা জেলায় চেনাব নদীর (চন্দ্রভাগা নদী) জলস্তর বাড়ছে। ডোডায় ইতিমধ্যেই চেনাব নদীর জলস্তর বেড়েছে। আবার রামবানেও চেনাব নদীর জলস্তর বেড়েছে। রামবানের ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, 'স্বাভাবিক জলস্তরের থেকে উঁচু স্তরে বইছে চেনাব নদী। মানুষজনকে নদীর ধারে যেতে বারণ করা হয়েছে।' মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে কিশত্বর জেলাতেও চেনাব নদীর জলস্তর বাড়তে পারে।

আমতলীতে নিশিকুটুম্বদের দৌরাত্ম্য পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ জনমনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। রাজ্যের চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তবে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। আমতলী এবং বিশালগড় থানা এলাকায় গত কিছুদিন ধরে চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিশিকুটুম্বদের বাড়বাড়ন্ত কোনভাবেই ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না।আমতলী থানার পুলিশের ভূমিকা ঘিরে জনমনে নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। রাতের আঁধার নেমে এলেই ধারালো অস্ত্রসহ নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে চোর ছিনতাইবাজরা। কখনো স্বর্ণালঙ্কার ছিনতাই, কখনো মোবাইল ফোন ছিনতাই, কখনোবা নগদ টাকা, আবার কখনো মানুষের বাড়িঘর থেকে গবাদিপশু চুরি করে নিয়ে যায়। ডুকলি আর ডি ব্লক এলকায় চুরি ছিনতাই এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে সেকেরকোট সবুজ সংঘ এলাকার শ্যামল ঘোষের বাড়িতে। জানা যায়, অন্যান্য দিনের মত মঙ্গলবার রাতেও বাড়ির লোকজন গাভী গুলিকে খাবার খাইয়ে ঘরে বেঁধে ঘুমাতে যায়।

বুধবার ভোর ৩ টা ৩০ মিনিট নাগাদ বাইরে বের হয়ে দেখেন গোয়াল ঘরের দরজা ভাঙ্গা।এরপর ঘরে গিয়ে দেখেন দুটি গাভী ঘরে নেই। পরে পার্শবর্তী এলাকায় খোজ খবর নেন। কিন্তু কোথাও গরুগুলোর কোন খোঁজ মেলেনি। গাভী গুলির বাজার মূল্য ২ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান শ্যামল ঘোষ। হত দরিদ্র এই পরিবারটির আয়ের মূল উৎস এই গাভী গুলি। সাধারণ জনগণের অভিযোগ যদি এই ধরনের ' চুরির' ঘটনা ঘটে তাহলে গ্রামাঞ্চল গুলোর নৈশকালীন নিরাপত্তা নিরাপত্তা নিয়ে আরও অসহায় হয়ে পড়বেন গ্রামীণ এলাকার মানুষ। রাজ্যের প্রত্যেকটি থানায় বিট পেট্রোলিং এর জন্য যে বাইক গুলি দেওয়া হয়েছে তার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। অভিযোগ, পুলিশ যদি এই বাইক গুলির যথাযথ ব্যবহার করে তবে নৈশকালীন অপরাধের ঘটনা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে। বিশালগড় এর বিভিন্ন এলাকায় নিশিকুটুম্বদের তৎপরতা রুখতে থানার কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছে সাধারণ মানুষ জন।

ভারতে সংক্রমণ বেড়ে ৪৩,৬৫৪ কোভিডে ৪.২২-লক্ষাধিক মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ হাজার ৬৫৪ জন। বেড়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৬৪০ জনের। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪১,৬৭৮ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৩৯ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৯৯,৪৩৬ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে কমেছে ১,৩৩৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,৩৬, ৮৫৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪৩,৬৫৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬০৫ জন।

টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন পর্যটনমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ জুলাই।। দুইদিনব্যাপী করোনা ভ্যাকসিনের স্পেশাল ড্রাইভে শান্তির বাজার মহকুমার জোলাইবাড়ীর ৪ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন পর্যটন মন্ত্রী। করোনা ভ্যাকসিন প্রদানে সারাদেশের মধ্যে ত্রিপুরাকে বিশেষ স্থানে নিয়ে যাবার লক্ষ্যরেখে কাজ করে চলছে রাজ্যসরকার। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় করোনা ভ্যাকসিন প্রদানে অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়েযাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। শান্তির বাজার মহকুমার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা প্রতিনিয়ত পাহাড় জঙ্গল ও গভীর নদী নালা পারহয়ে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিচ্ছে সকলের কাছে। এরমধ্যে পাহাড়ী এলাকার কিছু সংখ্যক লোকজন ভ্যাকসিন গ্রহনকরতে এগিয়ে আসছেনা। সেই সকল লোকজনদের সচেতন করতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়েযাচ্ছে রাজ্য সরকার। এরইমধ্যে রাজ্যে ১০০ শতাংশ ভ্যাকসিন প্রদানে রাজ্যসরকারের পক্ষথেকে ২৭ ও ২৮ তারিখ দুইদিন ব্যাপী করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের স্পেশাল ড্রাইভের আয়োজন করাহয়। বুধবার এই ভ্যাকসিন প্রদানের কাজ পরিদর্শনে আসেন ত্রিপুরার কৃষি, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। মন্ত্রী শান্তির বাজার মহকুমায় এসে প্রথমে যান জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে হাসপাতালে চিকিৎসারত রুগিদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় চলোযান কলসী উপসাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে গিয়ে ভ্যাকসিন নিতে আসা ১০০ বছরের উর্ধে বৃদ্ধা মহিলা বিশাখা মজুমদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

রাজ্যের ভূমিপুত্ররা প্রান রক্ষার্থে আশ্রয় নিল অসমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ জুলাই।। উত্তর জেলায় পানিসাগর মহকুমার দুই জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত জমি বিবাদে জেরে আজ ঘর ছাড়া হন হাজারের অধিক ভূমিপুত্র চড়াই জনগোষ্ঠীর লোকেরা।নিজেদের প্রাণ রক্ষাতে আতঙ্কিত এই লোকেরা আশ্রয় নেন পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি সার্কেলের বালিপিপলা জিপির উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে। চলতি মাসের ২৬ জুলাই ঘটনা সংঘটিত হলে এদিনই দামছড়া থেকে পালিয়ে এসে বালিপিপলা জিপির মানিকবন্দ এলাকার ৪৪৩ নং ঙিরনেইসিয়েক এলপি স্কুলে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেন।

বহি রাজ্যে আশ্রয়রতরা জানান, মিজোরামের ব্রু শরণার্থীরা দামছড়া এলাকার ভাইকু গ্রামের চড়াই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জায়গা জমিতে জোর দখল করে তাদের বাগান কেটে বাড়ি ঘর ভস্মীভূত করেছে। এমনকি প্রাণঘাতী হামলা চালায় তাদের উপর। উক্ত বর্বচিত আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি নির্বাক পালিত শুকর ও সারমেয়রা।এই প্রতিকুল পরিস্থিতিতে নিজ পরিবার পরিজনকে প্রাণে বাঁচাতে পালিয়ে এসে এখানে নিরাপদ আশ্রয় নেন। এদিকে উক্ত অসহায় মানুষদের সাহায্যার্থে অসমের সানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় লোকেরা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শিবিরে পর্যাপ্ত পানিয় জল ও তাদের রেশন সামগ্রীও সরকারি ভাবে প্রদান করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

তাছাড়া বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আজ এই শিবিরে করোনা পরীক্ষাও করা হয়। মোটের উপর সরকার ও প্রশাসনের পক্ষে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অসহায় মানুষদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হচ্ছে আসাম রাজ্যে। তাই পিএইচই ও ম্যাডিকেল কর্মীরা শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এদিকে পাথারকান্দি সার্কেল প্রশাসনের পক্ষে সিও ও অন্যান্য কর্মীরা শিবিরে পৌঁছে খবরাখবর নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। তাছাড়া আজ রাজ্য সরকারের পদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক এসে এই হঠাৎ উদ্বাস্তু সাজা মানুষদের খোঁজখবর নেন।

এদিকে নিজ পূর্বপুরুষের ভিটে থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা লোকেরা তাদের ন্যায্য দাবি সম্বলিত এক স্মারকপত্র প্রদান করেন নিজ রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তার হাতে এবং এর প্রতিলিপি আসামের প্রশাসনিক আধিকারিকের হাতে ও তোলে দেন। সবমিলিয়ে পুরুষ মহিলা সহ ছোটো ছোটো শিশুদের নিয়ে আজ ভূমিপুত্ররা নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছেন নিজ জন্ম মাটিতে। তাই এই অতি হৃদয়বিদারক ঘটনায় সুবিচারের আশায় উনারা নিজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ দেশের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বুধবার মুঙ্গিয়াকামীতে পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ করেন জনজাতি মহিলারা। ছবি-নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।